ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

নূরুল ইসলাম

Contents

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

নূরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি গবেষক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা সহকারী
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

Contents

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

নূরুল ইসলাম

প্রকাশক

শ্যামলবাংলা একাডেমী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
এসবিএ প্রকাশনা-১৬
মোবাইল নং : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ
ফাল্গুন ১৪১৮ বঃ
জুমাদাল ঊলা ১৪৩৩ হিঃ

প্রচ্ছদ

সুলতান
কালার গ্রাফিক্স
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

ISLAME NARIR UTTARADHIKAR Written by **Nurul Islam**. 1st edition : March 2015. Published by Shamolbangla Academy, Rajshahi. Fixed Price : Tk. 30 (Thirty) & US $ 1 Only.

সূচিপত্র

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট বিধান। কোন যুগ ও কালে সে বিধান অচল ও অকার্যকর নয়। অথচ যুগ-কালের বিবর্তনে ইসলামের বিধানকে অচল প্রমাণ করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিষোদগার করা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার বিষয়টি নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী মহল ও তাদের নব্য শিষ্য তথাকথিত সুশীল সমাজ (?), এনজিও ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সোল এজেন্টরা বলছে, ইসলাম পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি মস্তবড় যুলুম করেছে। যে ইসলাম অধিকারবঞ্চিত নির্যাতিত-নিপীড়িত নারী জাতির ত্রাতারূপে আবির্ভূত হয়ে তাকে লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে এনে মর্যাদার রাজপথে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত নারীকে জগতের ইতিহাসে প্রথমবারের মত উত্তরাধিকার প্রদান করেছে, তার বিরুদ্ধেই নারীর অধিকার হরণের নির্লজ্জ অপবাদ! কিন্তু এক্ষেত্রে সত্যিই কি ইসলাম নারীর প্রতি যুলুম করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এ পুস্তকে। সাথে সাথে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার তাৎপর্য ও দার্শনিক ব্যাখ্যা, নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উচ্চকণ্ঠ পাশ্চাত্যে অবাধ নারী স্বাধীনতার নিষ্করুণ চিত্র, নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নামে কুরআনিক বিধান পরিবর্তনের নেপথ্য কারণ, ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব, সমাজে যৌতুকের কুপ্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে এ পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে।

আলোচ্য পুস্তকটি মূলত কয়েকটি প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ। ইতিপূর্বে মাসিক **আত-তাহরীক** (এপ্রিল'০৮, পৃঃ ১৯-২৩; মে'০৮, পৃঃ ১৩-১৬; জুন'০৮, পৃঃ ৬-১৪) ও দৈনিক ইনকিলাবে (৫ই জুন'০৮, পৃঃ ১৫; ১৯শে জুন'০৮, পৃঃ ১৫) এ প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়েছিল।

আশা করি পুস্তকটি আমাদের মনে উদিত অনেক প্রশ্নের জবাব প্রদান করবে। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন! আমীন!!

-বিনীত লেখক

নওদাপাড়া, রাজশাহী
২০শে মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

ইহুদী ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার :

ইহুদী ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তির পিতা, পুত্র, ভাই ও চাচা ওয়ারিছ হতে পারে। মৃত ব্যক্তির মা, কন্যা, বোন, স্ত্রী যাই হোক না কেন এ ধর্মে নারী ওয়ারিছ হতে পারে না। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

পুত্র : পিতা মৃত্যুবরণ করলে তার একমাত্র ওয়ারিছ হবে পুত্র। এ ধর্ম মতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অংশ অন্য পুত্রদের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। তবে পুত্ররা যদি সমবণ্টনের ব্যাপারে সম্মত হয়, তাহলে এরূপ বণ্টনও সঠিক হবে।

কন্যা : যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের মধ্যে কন্যা থাকে তাহলে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত সে শুধু ভরণ-পোষণের হকদার হবে। বিবাহের সময় পিতার সহায়-সম্পত্তি হতে সে শুধুমাত্র বিবাহের খরচটুকু পাবে।

অথচ ইসলাম পুত্রের উপস্থিতিতেই কন্যাকে ‘কন্যার দ্বিগুণ পুত্র পাবে’ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) এর অধীনে মীরাছ প্রদান করেছে। যদি কন্যা একাই হয় তাহলে সে অর্ধেক সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। এভাবে ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার প্রদান করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মা : যদি কোন মহিলার পুত্র বা কন্যা মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাদের মা নিজ সন্তানদের সম্পত্তির ওয়ারিছ হতে পারবে না। বরং মৃতের পুত্র সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। সন্তান-সন্ততি না থাকলে মৃতের পিতা ওয়ারিছ হবে। পিতা না থাকলে মৃতের প্রকৃত ভাই ঐ সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। কস্মিনকালেও মৃতের মা ওয়ারিছ হতে পারবে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে মা নিজ সন্তানের সম্পত্তিতে কখনো $\frac{১}{৩}$ অংশ আবার কখনো $\frac{১}{৬}$ অংশ মীরাছ পান। কখনো মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না।

স্ত্রী : যদি স্বামী স্ত্রীর আগে মারা যায় তাহলে স্ত্রী মৃত স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওয়ারিছ হতে পারবে না। কিন্তু স্বামীর আগে স্ত্রী মারা

গেলে স্বামী স্ত্রীর সকল সহায়-সম্পত্তির একচ্ছত্র ওয়ারিছ হবে। স্ত্রীর কোন সন্তানও তার ওয়ারিছ হতে পারবে না। কিন্তু ইসলামী শরী'আতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ওয়ারিছ হতে পারে।

জারজ সন্তান : ইহুদী উত্তরাধিকার আইন মতে জারজ সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার বৈধ ওয়ারিছ হতে পারে। এক্ষেত্রে তার মর্যাদা তাদের প্রকৃত পুত্রের মতোই। যদি জারজ সন্তান তাদের প্রথম সন্তান হয়, তাহলে সে অন্য বৈধ পুত্রদের চেয়ে দ্বিগুণ পাবে। কিন্তু ইসলামী শরী'আতে জারজ সন্তান শুধুমাত্র মায়ের সম্পত্তিরই ওয়ারিছ হতে পারে।

ইহুদী উত্তরাধিকার আইন মতে যদি কোন মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিছ অর্থাৎ পিতা, দাদা, পুত্র, ভাই, চাচা প্রমুখ কেউ না থাকে তাহলে তার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে ঐ ব্যক্তি, যে প্রথমে সেই সম্পদ দখল করতে পারবে। তিন বছর পর্যন্ত সেটা তার নিকট আমানত(!) হিসাবে থাকবে। যদি ৩ বছরের মধ্যে কোন ওয়ারিছ বের না হয় তাহলে দখলদার সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবে।[১]

অন্যের সম্পদ লুট করার কী চমৎকার ইহুদী নীতি!

খ্রিস্টান ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার :

প্রচলিত ইঞ্জীলে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোন বিধি-বিধান নেই। খ্রিস্টান ধর্মের পোপ-পাদ্রীরা ইহুদী ও রোমান উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করেন। অন্যান্য ধর্ম থেকেও তারা এ সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন বর্তমানে জর্ডানের খ্রিস্টানরা ইসলাম ধর্মের উত্তরাধিকার আইন মেনে চলে।[২]

জর্ডানের খ্রিস্টান পণ্ডিত ড. সুলাইমান মার্কস তাঁর গ্রন্থে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এক ব্যক্তি ঈসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন করল, আপনি আমার ভাইকে বলে দিন সে যেন আমাদের পিতার সম্পত্তির অর্ধেক আমাকে দিয়ে দেয়। উত্তরে ঈসা

---

১. ছালাহুদ্দীন হায়দার লাখভী, ইসলাম কা কানূনে ওয়ারাছাত (লাহোর : দারুল ইবলাগ, জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৩১-৩২।

২. ঐ, পৃঃ ৩৪।

(আঃ) বলেছিলেন, আমাকে কেউ সম্পদ বণ্টনকারী বিচারক হিসাবে প্রেরণ করেনি।[৩]

মাত্তার ইঞ্জীলে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'আপনাদের কোন ভ্রম যেন না হয় যে, আমি কেন প্রেরিত হয়েছি। আমি মূসা (আঃ)-এর নিয়ম-নীতিকে রহিত করার জন্য আসিনি। বরং আমি সেগুলোকে পূর্ণ করার জন্য এসেছি। যাতে ঐসব বিধানকে সত্য প্রমাণ করতে পারি। আর এই গ্রন্থের (তাওরাত) বিধি-বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ তার উদ্দেশ্য পূরণ না হয়'।[৪]

উপরোক্ত বিবরণ থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, খ্রিস্টান ধর্মে কোন নারী ওয়ারিছ হতে পারে না। পুত্রই সকল সম্পত্তির ওয়ারিছ হয়।

জাহেলী যুগে নারীর উত্তরাধিকার :

জাহেলী যুগে নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। চতুষ্পদ জন্তু বা ভোগ্যপণ্যের ন্যায় তাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পদ রূপে গণ্য করা হত। এমনকি পুরুষদের জন্য এমন কিছু খাবার নির্দিষ্ট ছিল, যা নারীদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ।[৫] সে সময় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে অবমাননাকর মনে করা হত এবং তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ.

'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন

৩. ঐ; মাদখালুল উলূম আল-কানূনিয়্যাহ, পৃঃ ২৩৮।
৪. মাত্তা, অনুচ্ছেদ ৫, আয়াত ১৭-১৮।
৫. নিসা ১৯; আন'আম ১৩৮-৩৯; আবুল হাসান নাদভী, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ (জেদ্দা : দারুশ শুরূক, ১৯৮৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৩২; আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদ (কায়রো : দারু নাহযাতি মিসর, ২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ১২১।

করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে’ *(নাহল ৫৮-৫৯)*। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. ‘যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল’ *(তাকভীর ৮-৯)*।

শুধু তাই নয়, জাহেলী যুগে নারীরা মীরাছ লাভ থেকে বঞ্চিত হত। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, وكانوا في الجاهلية لايورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون: لايعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة. ‘জাহেলী যুগের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে উত্তরাধিকারী করত না। এমনকি শিশু পুত্রসন্তান হলেও। তারা বলত, মীরাছ কেবল তাকেই দেওয়া হবে যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করে, বর্শা দ্বারা আঘাত করে, তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে এবং গনীমত লাভ করে’।[৬]

আধুনিক মুফাসসির শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা‘দী (রহঃ) বলেন, كان العرب في الجاهلية، من جبروتهم وقسوتهم، لا يورثون الضعفاء، كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم- بزعمهم- أهل الحرب والقتال، والنهب والسلب. ‘জাহেলী যুগের আরবরা তাদের শক্তিমত্তা ও নির্দয়তার কারণে দুর্বলদেরকে উত্তরাধিকারী করত না। যেমন নারী ও শিশু। তারা বীর পুরুষদের জন্য মীরাছ নির্ধারণ করত। কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী পুরুষরাই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লুণ্ঠন করার যোগ্য’।[৭] মোদ্দাকথা, জাহেলী যুগে উত্তরাধিকার লাভের মানদণ্ড ছিল পৌরুষ ও শক্তি-সামর্থ্য।

---

৬. তাফসীরে কুরতুবী (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৩ খ্রিঃ), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১।

৭. আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা‘দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ১৬৫, নিসা ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

জাহেলী যুগে উত্তরাধিকার লাভের তিনটি মাধ্যম ছিল। ১. আত্মীয়তার সম্পর্ক (النسب والقرابة) ২. পালকপুত্র হওয়া (التبني) ও ৩. চুক্তি (الحلف)।[৮]

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক :

জাহেলী যুগে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে মীরাছ লাভ করা যেত। কিন্তু বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার পরেও মা, কন্যা, বোন, শিশু ও বৃদ্ধরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হত। কারণ এদের মধ্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য ছিল না এবং তারা কোনভাবেই স্বীয় গোত্রের প্রতিরক্ষায় কাজে লাগত না। যুবক ও বীরযোদ্ধারাই কেবল মৃতের ওয়ারিছ হত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ নিয়মই বলবৎ ছিল। অতঃপর সূরা নিসার ১১নং আয়াত নাযিলের মাধ্যমে এর অবসান ঘটে।

২. পালকপুত্র হওয়া :

জাহেলী আরবদের মধ্যে অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। পালকপুত্র পালক পিতার দিকেই সম্পর্কিত হত এবং তার সম্পত্তির ওয়ারিছ হত। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, كان الرجل فى الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلَده وظرفه ضمه إلى نفسه، وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه، وكان ينسب إليه فيقال : فلان بن فلان. 'জাহেলী যুগে কারো দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা যখন কোন ব্যক্তিকে মুগ্ধ করত, তখন সে তাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে নিত (পালকপুত্র বানিয়ে নিত) এবং তার মীরাছ থেকে তার পুত্র সন্তানদের মতো তার (পালকপুত্র) জন্য মীরাছ নির্ধারণ করত। আর তাকে তার দিকে সম্পর্কিত করে বলা হত, অমুকের ছেলে অমুক।[৯] যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভের পূর্বে যায়েদ বিন হারেছাকে আযাদ

---

৮. ইসলাম কা কানূনে ওয়ারাছাত, পৃঃ ৩৫-৩৭।
৯. তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৮০, আহযাব ৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।

করে নিজের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মাদ নামে ডাকা হত।[১০] ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে এ রীতি বিদ্যমান ছিল। অতঃপর সূরা আহযাবের ৪ ও ৫ নং আয়াত অবতীর্ণ করে এ বিধান মানসূখ বা রহিত করা হয়েছে।[১১]

৩. চুক্তি :

জাহেলী যুগে চুক্তির মাধ্যমে একজন অন্যজনের ওয়ারিছ হত। তারা চুক্তির সময় বলত, دمى دمك وهدمى هدمك، ترثني وأرثك، تطلب بى وأطلب بك. 'আমার রক্ত তোমার রক্ত এবং আমার মৃত্যু তোমার মৃত্যুর মতো। তুমি আমার ওয়ারিছ হবে এবং আমি তোমার ওয়ারিছ হব। তুমি আমার (সম্পদের) প্রত্যাশা করবে এবং আমি তোমার (সম্পদের) প্রত্যাশা করব'।[১২]

চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন তার সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ মীরাছ লাভ করত। পরবর্তীতে সূরা আনফালের ৭৫ নং আয়াত (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَـــابِ اللهِ) অবতীর্ণ হওয়ার পর চুক্তির মাধ্যমে ওয়ারিছ হওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে।[১৩]

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার :

ইসলামের সূর্য উদিত হবার সাথে সাথে যাবতীয় যুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচারের বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠল। যে নারীকে তার ন্যায্য প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, ইসলাম নারীর প্রতি কৃত সেই যুলুমের অবসান ঘটিয়ে তাকে জগতের ইতিহাসে প্রথমবারের মত তার জন্য মীরাছের অংশীদার নির্ধারণ করে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষণা দিল- لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا

---

১০. তাফসীর ইবনে কাছীর ৬/১৭২-১৭৩।
১১. তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৭৯-৮০।
১২. ইসলাম কা কানূনে ওয়ারাছাত, পৃঃ ৩৭।
১৩. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৫৮।

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا. 'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হৌক বা বেশীই হৌক, এক নির্ধারিত অংশ' *(নিসা ৭)*।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে সাইয়িদ কুতুব বলেন, 'এটিই হচ্ছে সাধারণ মূলনীতি, যার মাধ্যমে ইসলাম মূলনীতির দিক থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে পুরুষের ন্যায় নারীকে উত্তরাধিকার প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে এর মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। জাহেলী যুগের লোকেরা যাদের উপর অত্যাচার করত এবং যাদের হক বিনষ্ট করত। কারণ জাহেলী যুগের লোকেরা ব্যক্তির দিকে যুদ্ধ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষমতার মূল্যমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখত। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দিকে প্রথমত তার মানবিক মূল্যমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। আর এটি ঐ মৌলিক মূল্যমান যা কোন অবস্থাতেই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অতঃপর ইসলাম মানুষের দিকে পরিবার ও সমাজের পরিমণ্ডলে তার বাস্তব দায়িত্ব-কর্তব্যের দৃষ্টিকোণে দেখে'।[১৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ নারীদের মীরাছ সম্পর্কে বলেন,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর কন্যা মাত্র একজন থাকলে তাদের জন্য অর্ধাংশ...' *(নিসা ১১)*।

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছে-

১৪. সাইয়িদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন (জেদ্দা : দারুল ইলম, ১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮১-৮২।

جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ يَقْضِى اللهُ فِى ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ.

‘সা‘দ বিন রাবী‘ (রাঃ)-এর স্ত্রী একদা সা‘দের ঔরষজাত দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা দু’জন সা‘দ বিন রাবী এর মেয়ে। তাদের বাবা সা‘দ আপনার সাথে ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাদের চাচা তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে এবং তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। অর্থ ছাড়া তাদের বিয়ে দেওয়াও যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ রায় দিবেন। এরপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল ‘আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান...’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাদের চাচাকে এ নির্দেশ পাঠালেন যে, ‘সা‘দের মেয়েদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ ও তাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ দাও আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার জন্য’।[১৫]

সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের প্রেক্ষিতে নারীর সমঅধিকার (?) প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার তথাকথিত নারীবাদী সংগঠন, নারী নেত্রী, সুশীল সমাজের বক্তব্য হচ্ছে- ইসলাম নারীর চেয়ে পুরুষকে দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করে নারীর প্রতি যুলুম করেছে। অথচ কুরআন মাজীদে মৃত ব্যক্তির মীরাছ লাভকারীদের ৬টি নির্ধারিত অংশ বর্ণিত হয়েছে। যথা ১/২, ১/৪, ১/৮, ২/৩, ১/৩ এবং ১/৬ অংশ *(নিসা ১১-১২, ১৭৬)*। এ অংশগুলো লাভকারী ১২ জনের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪ এবং নারীর সংখ্যা ৮ জন।[১৬]

---

১৫. তিরমিযী হা/২০৯২, সনদ হাসান; আবুদাঊদ হা/২৮৯১, সনদ হাসান।

১৬. ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৮৯), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০, ৩১৩।

এটা কি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীর প্রতি অবিচার করেছে? যদি তাই হত তাহলে ১২ জন মীরাছ লাভকারীর মধ্যে ৮ জন নারীকে অন্ত র্ভুক্ত করত না। তাছাড়া সর্বক্ষেত্রে যে নারী পুরুষের চেয়ে মীরাছ কম লাভ করে তা কিন্তু নয়। ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের চেয়ে নারী বেশী পায়। এমনকি অর্ধেক পর্যন্ত পেয়ে থাকে। যেমন- কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মেয়ে ও পিতা রেখে মারা যায় তাহলে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ, মেয়ে অর্ধেক এবং বাকী সম্পদ আছাবা হিসাবে পিতা পাবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মেয়ে ও পিতা-মাতা রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ এবং মেয়ে পাবে অর্ধেক।[১৭]

ফরাসী উত্তরাধিকার আইন :

ফরাসী উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির বৈধ বা অবৈধ সন্তান অথবা কোন নিকটাত্মীয় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে কোন মীরাছ দেয়া হয় না। যদি এদের কেউ না থাকে তাহলে স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হয়। যদি মহিলা কন্যা, বোন বা মা হয় তাহলে সে পুরুষের মতো মীরাছ লাভ করে।

ব্রিটিশ উত্তরাধিকার আইন :

ব্রিটিশ উত্তরাধিকার আইনে পুরুষ তার স্তরের নারীদের উপর প্রাধান্য লাভ করে। পুত্র সন্তানরা কন্যা সন্তানদের উপর অগ্রাধিকার পায়। নারী হোক বা পুরুষ হোক জ্যেষ্ঠপুত্র সকলের উপরে এবং মৃতের কন্যার উপর ছেলের ছেলে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তার নিকটাত্মীয় বা পিতার দিক থেকে তাদের বংশীয় লোকজন মীরাছ লাভ করবে।[১৮]

---

১৭. নিসা ১১-১২; ড. আমীর আব্দুল আযীয, নিযামুল ইসলাম (কায়রো : দারু ইবনিল জাওযী, ২০০৫), পৃঃ ১২৬।

১৮. আহমাদ বিন আব্দুল আযীয আল-হুছাইন, আল-মারআতুল মুসলিমাহ আমামাত তাহাদ্দিয়াত (রিয়াদ : দারুল মি‘রাজ আদ-দাওলিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৮ খ্রিঃ), পৃঃ ৬৭-৬৮।

পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার তাৎপর্য :

পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার নানাবিধ যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে।[১৯] তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি হল-

প্রথমত : মহিলার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা তার পিতা, স্বামী, ভাই, ছেলে বা অন্যান্য আত্মীয়ের উপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত : মহিলা কারো ব্যয়ভার বহনে আদিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে পুরুষ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও যাদের ব্যয়ভার তার উপর ন্যস্ত তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণে আদিষ্ট। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক তাহের মাহমূদ যথার্থই বলেছেন, In so doing, it enforces a perfect equilibrium in the families, keeping in sight the many varied financial responsibilities imposed on every man but on no woman.[২০]

তৃতীয়ত : পুরুষের ব্যয় অধিক এবং সম্পদের আবশ্যকতা ব্যাপক। সেহেতু মহিলার তুলনায় তার অর্থের প্রয়োজন ঢের বেশী। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী বলেন, فكلما كانت النفقات على الشخص أكثر، والالتزامات عليه أكبر وأضخم.. استحق- بمنطق العدل والإنصاف- أن يكون نصيبه أكثر وأوفر. 'যেহেতু পুরুষের উপর ব্যয়ভার অধিক, তার দায়িত্ব অনেক, সেহেতু ন্যায় ও ইনছাফের যুক্তিতে তার অংশ অধিক ও ব্যাপক হওয়াই বাঞ্ছনীয়'।[২১]

চতুর্থত : পুরুষ স্ত্রীকে মোহর প্রদান করে এবং তার ও সন্তানদের বাসস্থান এবং অন্ন-বস্ত্রের ব্যয়ভারও বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

---

১৯. বিস্তারিত আলোচনা দ্র. 'ইসলামের উত্তরাধিকার আইন', সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ১৪/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১১, পৃঃ ৪৮।

২০. H.S. Bhatia (ed.), Studies in Islamic law, Religion and Society (New Delhi: Deep and Deep Publications, 1996), P. 361.

২১. মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী, আল-মাওয়ারিছু ফিশ-শারী'আতিল ইসলামিইয়াহ (দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯৭ খ্রিঃ), পৃঃ ১৯।

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا 'আর তোমরা নারীদেরকে সানন্দে তাদের মোহর প্রদান করবে। সন্তুষ্টচিত্তে তারা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে' *(নিসা ৪/৪)*। وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. 'জনকের কর্তব্য যথাবিধি সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'তোমাদের উপর ন্যায়সংগতভাবে তাদেও (স্ত্রীদের) ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য'।[২২]

পঞ্চমত : সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ এবং স্ত্রী ও সন্তান সবার চিকিৎসার খরচ পুরুষ বহন করে, মহিলা নয়।[২৩]

জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

فقوله تعالى: (يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أى يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفى ما تأخذه الأنثى.

'আল্লাহ্র বাণী : 'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান'। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে ন্যায়-নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা

২২. মুসলিম হা/১২১৮।
২৩. আল-মাওয়ারীছু ফিশ-শারী'আতিল ইসলামিইয়াহ, পৃঃ ১৮-১৯ নিযামুল ইসলাম, পৃঃ ১২৫।

জাহেলী যুগের লোকেরা মীরাছের যাবতীয় অংশ মহিলাদের ব্যতীত শুধু পুরুষদেরকে দিত। ফলে মূল মীরাছের ব্যাপারে আল্লাহ তাদের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ দিয়েছেন এবং দুই শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য সূচিত করে দুই নারীর অংশের সমান এক পুরুষের অংশ নির্ধারণ করেছেন। এটা এ কারণে যে, ভরণ-পোষণের খরচ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জনের কষ্ট ছাড়াও বহুবিধ কষ্ট পুরুষকে সহ্য করতে হয়। কাজেই পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত'।[২৪]

আল্লামা শানকীতী (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে *(নিসা ১১)* পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে এর কোন কারণ বা তাৎপর্য উল্লেখ করা হয়নি। একই সূরার অন্যত্র আল্লাহ সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْــوَالِهِمْ– 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে' *(নিসা ৩৪)*। এরপর তিনি বলেন,

لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما، والحكمة فى إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصة المترقب ظاهرة جدا.

'কারণ অন্যের তত্ত্বাবধায়ক, তার প্রতি সম্পদ ব্যয়কারী সর্বদা সম্পদ হ্রাসের আশংকায় থাকে। পক্ষান্তরে যার তত্ত্বাবধান করা হয় এবং যার প্রতি সম্পদ ব্যয় করা হয়, সে সর্বদা সম্পদের আধিক্যের আশায় থাকে। কাজেই যে সম্পদের আধিক্যের প্রতীক্ষায় থাকে তার উপর ঐ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া খুবই যুক্তিসংগত যে সম্পদ হ্রাসের আশংকায় থাকে। যাতে তার ক্ষতি কিছুটা হলেও পূরণ হয়'।[২৫]

---

২৪. তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রো : মাকতাবাতুছ ছফা, ২০০৪), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।
২৫. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী, আযওয়াউল বায়ান (বৈরূত : আলামুল কুতুব, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৮।

সাইয়িদ কুতুব বলেন,

وليس الأمر فى هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس. إنما الأمر أمر توازن وعدل، بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى فى التكوين العـــائلى، وفى النظام الاجتماعى الإسلامى: فالرجل يتزوج امرأة، ويكلف إعالتـــها وإعالة ابنائها منه فى كل حال، وليست مكلفة نفقة للزوج ولاللأبناء فى أى حال.. فالرجل مكلف- على الأقل- ضعف أعباء المرأة فى التكوين العائلى، وفى النظام الإجتماعى الإسلامى. ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم فى هذا التوزيع الحكيم.

'এ ব্যাপারটি (পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করা) তাদের কোন এক শ্রেণীর পক্ষপাতিত্ব করা নয়। বরং পরিবার গঠন ও ইসলামের সামাজিক শৃংখলা বিধানে নারী-পুরুষের দায়ভার বহন করার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপার। পুরুষ কোন মহিলাকে বিয়ে করে এবং সর্বাবস্থায় তার ও তার ঔরষজাত সন্তানদের লালন-পালনের ব্যয়ভার বহন করে। কোন অবস্থাতেই স্ত্রী স্বামী ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করতে আদিষ্ট নয়। পরিবার গঠন ও ইসলামের সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে পুরুষ কমপক্ষে নারীর দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করে। এথেকে এই বিজ্ঞজনোচিত মীরাছ বণ্টনে যেমন ইনছাফ প্রকাশ প্রায়, তেমনি দায়িত্ব ও প্রাপ্তির সামঞ্জস্যতাও প্রকাশ পায়'।[২৬]

মোদ্দাকথা, ইসলাম নারীর উপর কোন অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেনি। যাতে সে অর্থ উপার্জনের ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত থেকে সন্তান প্রতিপালন ও পারিবারিক দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে পালন করতে পারে। ইসলাম নারীর ওপর কেন অর্থোপার্জনের ও পুরুষের ন্যায় দায়-দায়িত্ব বহনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করল না- এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সিরিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ বলেন, 'জীবিকা উপার্জনের জন্য নারীর বাইরে শ্রম দেয়ার

২৬. ফী যিলালিল কুরআন ১/৫৮৫।

চাইতে গৃহস্থালীর কাজে আত্মনিয়োগ করা তার মানবিক মর্যাদাকে আরো ভালভাবে নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে ইসলামের নীতি যে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পূর্ববর্তী ধর্মমত ও আইনের মত ইসলাম গৃহবহির্ভূত কাজ তার জন্য নিষিদ্ধও করেনি, আবার তাকে এজন্য উৎসাহিতও করেনি যে, বাড়ীঘর ও পরিবারের কল্যাণের তোয়াক্কা না করে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যত খুশী কাজ করুক- যেমনটি আধুনিক সভ্যতায় চলছে। বস্তুত এমন প্রাজ্ঞবিধান যে একমাত্র মহাকুশলী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্র রচিত বিধানই হতে পরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই'।[২৭] উপরন্তু ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক বানিয়েছে। এখানে কারো হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। প্রফেসর তাহের মাহমূদ বলেন, Whatever any woman inherits is her absolute property. She is its unchallenged master during her lifetime.[২৮]

তাছাড়া বাহ্যিকভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর চেয়ে পুরুষের অংশ বেশী মনে হলেও নারীই বেশী পেয়ে থাকে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যায়। কোন মৃত ব্যক্তি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেল এবং মীরাছ রেখে গেল ৩০০০/= টাকা। ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী মেয়ে পাবে ১০০০/= টাকা ও ছেলে পাবে ২০০০/= টাকা। উভয়ের বিয়ের সময় উপস্থিত হল। ধরুন, ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ২০০০/= টাকা মোহর দিয়ে বিয়ে করল। ফলে পিতার কাছ থেকে সে যে পরিমাণ সম্পদের ওয়ারিছ হয়েছিল, তা স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রদান করাতে তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। বিয়ের পর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, তথা ভরণ-পোষণের যাবতীয় খরচ তার উপরই ন্যস্ত। পক্ষান্তরে মেয়ে ২০০০/= টাকা মোহরের বিনিময়ে কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। তাহলে মেয়ে বাবার কাছ থেকে ১০০০/= এবং স্বামীর কাছ থেকে মোহর বাবদ

---

২৭. ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪), পৃঃ ৩৩।

২৮. Studies in Islamic law, Religion and Society, P. 362.

২০০০/= টাকা পেল। মোট তার টাকার পরিমাণ হল ৩০০০/=। অতঃপর ধনবান হওয়া সত্ত্বেও তার উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। কারণ তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর বাসস্থানসহ যাবতীয় খরচ প্রদানে স্বামী নির্দেশিত। যতক্ষণ স্ত্রী তার অধীনে থাকবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেয়ের সম্পদ বৃদ্ধি পেল আর ছেলের সম্পদ কমে গেল।

সুধী পাঠক! তাহলে এবার চিন্তা করুন! ছেলে-মেয়ের মধ্যে কে বেশী সৌভাগ্যবান ও অধিক সম্পদের মালিক? ছেলে না মেয়ে? এটাই হচ্ছে ছেলে ও মেয়ের মীরাছ সম্পর্কে ধর্ম ও বিবেকপ্রসূত দর্শন।

মীরাছ বণ্টনে কম-বেশী করার পরিণতি :

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে সূরা নিসার ১১-১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে মীরাছ বণ্টনের নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেছেন। যে এই নীতি বাস্তবায়ন করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যে তালবাহানা ও কৌশল অবলম্বন করে এ বণ্টনে কম-বেশী করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ-

‘এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে’ *(নিসা ১৩-১৪)*।

পাশ্চাত্যে অবাধ নারী স্বাধীনতার কুফল

ইসলাম নারীর স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাকে চার দেয়ালের মধ্যে অবরোধবাসিনী করে রেখেছে, তার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের বিরুদ্ধে ইত্যাকার অভিযোগ উত্থাপন করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে। কিন্তু উন্নত সভ্যতার দাবীদার ঐসব পণ্ডিতদের দেশে নারীর অবাধ স্বাধীনতার নামে তার নারীত্বকে টুটি চেপে হত্যা করা হয়েছে। তাকে পণ্যের চটকদার বিজ্ঞাপনের মডেল ও ভোগের সস্তা সামগ্রীতে পরিণত করে সুকৌশলে তার সতীত্বকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে যুবতীদের এতটাই স্বাধীনতা প্রদান করা হয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক যুবতী তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা ও রাত্রি যাপন করতে পারে। সেসব দেশে নারী সহজলভ্য হওয়ায় পারিবারিক বন্ধন বালির বাধের মত ঠুনকো হয়ে গেছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের ঘুমের মধ্যে নাক ডাকায় অন্যজন বিরক্ত হওয়া অথবা তাদের একজনের কুকুর আরেকজনের পছন্দ না হওয়ার মত তুচ্ছ কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।[২৯]

যদি কোন পুরুষের গার্লফ্রেন্ড বাড়ীতে আসে তাহলে সে তার স্ত্রীকে বলে, আজ সে তার বান্ধবীর সাথে রাত্রি যাপন করবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীরও যদি বয়ফ্রেন্ড আসে তাহলে সেও স্বামীকে ছেড়ে তার সাথে অবাধ যৌনতার সাগরে ডুবে যায়। এটা হচ্ছে তাদের কাছে স্বাধীনতা। এই অবাধ নারী স্বাধীনতার ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। অযত্নে-অবহেলায় মমতাময়ী মায়ের স্নেহের পরশবঞ্চিত শিশুরা ডে-কেয়ারে প্রতিপালিত হচ্ছে। শিশুকাল থেকেই শিশুরা বাবা-মার স্নেহের পরশবঞ্চিত হওয়ায় জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার শন গ্র্যান্ট (Shawn Grant) নামে বাবাহীন পরিবারের এক সন্তান কীভাবে অপরাধ জগতের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল তার বিবরণ দিতে গিয়ে House Select Committee on Children, Youth and

২৯. ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী, মিনহাজুল ইসলাম ফী বিনাইল উসরাহ (সঊদী আরব : ওযারাতুশ শুউন আল-ইসলামিইয়াহ ওয়াল-আওক্বাফ ওয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল-ইরশাদ, ১৪১৮ হিঃ), পৃঃ ৮৩।

Families (শিশু, তরুণ ও পরিবার বিষয়ক গৃহ বাছাই কমিটি)-কে বলেছে, My father has had little contact with me since I was one year old. In my neighborhood, a lot of negative things go on. People sell drugs; a lot of the gang members parents use drugs and often these guys do not see their parents....When I was young I use (sic) to worry about my father. I also resented his not being involved in my life. Now I do not care. However, I think that I would not have become involved in a gang if I had a job and if my father had had a relationship with me.

'আমি যখন ১ বছর বয়সী তখন থেকে আমার সাথে আমার পিতার যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। আমাদের আশে-পাশে অনেক নেতিবাচক কাজ-কর্ম চলত। লোকেরা মাদকদ্রব্য বিক্রি করত; অনেক দুর্বৃত্তের বাবা-মা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করত এবং প্রায়ই এই লোকেরা তাদের পিতামাতার সাক্ষাৎ পেত না...। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমি আমার পিতাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতাম। আমার জীবনের সাথে তার সম্পৃক্ততা না থাকাকে আমি অপছন্দ করতাম। এখন আমি পরোয়া করি না। যাই হোক, আমি মনে করি যে, আমি অপরাধীদের দলে যোগ দিতাম না যদি আমার কাজ থাকত এবং আমার পিতার সাথে আমার সম্পর্ক থাকত'।[৩০]

এই বাস্তবতা শুধু শন গ্র্যান্টের নয়; রবং কোটি কোটি শন গ্র্যান্টের যারা বাবা-মার স্নেহবঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। সাথে সাথে এর ফলে শিশুদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। আমেরিকাতে ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালে ১০-১৪ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে ৭৬%। অন্য এক পরিসংখ্যান মতে আমেরিকাতে ২০০৪ সালে ১৫-১৯ বছর বয়সী ছেলে এবং মেয়েদের আত্মহত্যার পরিমাণ বেড়েছে যথাক্রমে ৩২.৩% ও ৯%।[৩১]

---

৩০. Frank J. Macchiarola and Alan Gartner (eds), Caring for America's Children (New York: 1989), p. 25.

৩১. নূরুল ইসলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ২০০৯), পৃঃ ৭১-৭২।

আমেরিকার করুণ অবস্থা :

১৯৯০ সালে 'নিউজ উইক' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী নির্যাতনের উপর এক জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেখা যায়, সেখানে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে ১ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়, প্রতি ৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়, প্রতি ১ ঘণ্টায় ১৬ জন নারীকে ধর্ষণের মোকাবিলা করতে হয়। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে নারী নির্যাতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থানে রয়েছে। এমনকি দেশটি এক্ষেত্রে ব্রিটেনের ১৩ গুণ, জার্মানী থেকে ৪ গুণ ও জাপান থেকে ২০ গুণ বেশী। ১৯৭৭ সালে অল্প সময় বিদ্যুৎ না থাকায় কেবলমাত্র নিউইয়র্ক শহরেই ৭০ হাযার নারী ধর্ষণের শিকার হয়।[৩২]

আমেরিকার ওকলাহোমা নগরীতে প্রতি ৪ জন শিশুর ১ জন ১০-১৪ বছর বয়সী অবিবাহিত নারীর গর্ভে জন্মলাভ করে। ১৯৭৭ সালে আমেরিকায় পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর ৬ লক্ষ ৪৩ হাযার নারীর গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। ১৯৭৬ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় এক মিলিয়নের বেশী। পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায়, ৭০ শতাংশ গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে অবিবাহিত নারীদের।[৩৩] যুক্তরাষ্ট্রের 'গুটম্যাচার ইনস্টিটিউট' প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেখানে প্রতিবছর ১৫-১৭ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাযার অবিবাহিত নারী গর্ভবতী হয়। আর সেদেশের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে বছরে ১ লাখ ১৩ হাযার কিশোরী গর্ভ ধারণ করে।[৩৪] যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ক্রাইম ভিক্টিমাইজেশন সার্ভে'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলপূর্বক যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে ১ লাখ ৩৩ হাযার। আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ লাখ। দেশটির শতকরা ৫০ ভাগ নারী কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। আর বাকী ৫০ ভাগের যে এ ধরনের অভিজ্ঞতা নেই তা নয়। তবে চাকরি হারানোর ভয়ে তারা মুখ বুঁজে নীরবে সব নির্যাতন সহ্য করে যায়।[৩৫]

---

৩২. ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, 'উন্নত বিশ্বে নারী অধিকারের স্বরূপ', মাসিক পৃথিবী, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৪, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬২।

৩৩. মিনহাজুল ইসলাম ফী বিনাইল উসরাহ, পৃঃ ৮৬।

৩৪. ইনকিলাব, ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।

৩৫. ঐ, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬।

নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গলাবাজি করলেও খোদ আমেরিকাতেই নারীরা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। শুধুমাত্র নারী হবার কারণে একই কাজের জন্য তাকে পুরুষের চাইতে অনেক কম অর্থ দেয়া হয়। এখন থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রে 'ইক্যুয়েল পে অ্যাক্ট' আইন পাস করলেও এখনও ১৫ বছর ও তার ঊর্ধ্বে কর্মরত নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষদের চাইতে প্রতি ডলারে ২৩ সেন্ট কম উপার্জন করে। ইউএস গভর্ণমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস-এর জরিপ থেকে দেখা যায়, সে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা বিভাগের মোট কর্মচারীর প্রায় ৭০ ভাগ নারী হ'লেও নারী ব্যবস্থাপকরা পুরুষের চেয়ে অনেক কম অর্থ পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নারী-পুরুষের উপার্জনের এই বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বেড়েছে।[৩৬] অথচ পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের তৈরী 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডও)-এর ১১ (ঘ) ধারায় নারীর 'বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার' পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সিএনএন পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ২৯ শতাংশ আমেরিকান পুরুষ জীবনে ১৫ জন বা ততোধিক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। অপরদিকে ৯ শতাংশ নারী তাদের জীবনে ১৫ বা ততোধিক পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৫ বছর বয়সের আগে যৌনতার স্বাদ উপভোগ করে ১৬ শতাংশ। মাত্র ২৫ শতাংশ নারী এবং ১৭ শতাংশ পুরুষ বলে যে, তাদের ১ জনের বেশী জীবনসঙ্গী নেই।[৩৭]

ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এর ১৯৯৮ সালে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৯ লাখ ৬০ হাযার পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। আর প্রায় ৪০ লাখ নারী তার স্বামী অথবা বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা

---

৩৬. ইনকিলাব, ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪; ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬।
৩৭. ঐ, ৪ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।

শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়।[৩৮] 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' এর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ১৯৯০ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড শহরে ১৯৯১ সালে একটি মহিলা কলেজে সহশিক্ষা চালু করা হলে সেখানকার ছাত্রীরা কান্না জুড়ে দেয় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, 'সহশিক্ষার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল'। তারা তাদের গায়ের জামায়ও একই কথা লেখে। এমনকি সহশিক্ষা বিরোধী লেখা দিয়ে ক্যাম্পাস ভরে দেয়। এর একটিমাত্র কারণ তা হল, পুরুষের যৌন নির্যাতন।[৩৯]

১৯৭৯ সালে আমেরিকায় ২৩,৩১,০০০ টি বিয়ের মধ্যে ঐ বছরই ১১,৮১,০০০টি তালাক হয়ে যায়।[৪০] ১৯৮৩ সালে আমেরিকায় প্রতি ১ হাযার বিয়ের মধ্যে ১১৪টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে।[৪১] আমেরিকায় বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের হার ৩৮%।[৪২] আমেরিকায় এখন পর্যন্ত এমন কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রী বিনিময় করে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে প্রত্যেকে তাদের ধার দেয়া স্ত্রী ফেরৎ নেয়।[৪৩]

ইংল্যান্ডের নগ্ন অবয়ব :

ব্রিটেনের 'অফিস ফর ন্যাশনাল স্টাটিস্টিকস' পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৩১ সাল নাগাদ ব্রিটেনে বৈধ মা-বাবার সংখ্যা ব্যাপকহারে কমে যাবে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বিগত এক দশকে অবৈধ জুটির সংখ্যা ৬৫ ভাগ বেড়ে ২.৩ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। শুধু লন্ডনের পরিবারগুলোর মধ্যে 'সিঙ্গেল মাদার' বা স্বামীহীন মায়ের

---

৩৮. ঐ, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬; ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।
৩৯. পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৩।
৪০. ঐ, পৃঃ ৬২।
৪১. ড. ওছমান জুম'আহ যামীরিইয়াহ, 'আমালুল মারআহ ওয়াল ইখতিলাত ওয়া আছারুহু ফী ইনতিশারিত তালাক', মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়াহ, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, রিয়ায, সঊদী আরব, সংখ্যা ৭৭, ডিসেঃ '০৫- মার্চ '০৬, পৃঃ ৩৬০।
৪২. ইনকিলাব, ১৫ মে ২০০৮, পৃঃ ১৪।
৪৩. ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ, আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই'লাম (কুয়েত: দারু ঈলাফ, ১৯৯৭), পৃঃ ৩৩১।

পরিবার রয়েছে ২২ ভাগ, যা ব্রিটেনের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশী।[৪৪] ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে দেখা যায়, পুলিশ বিভাগে পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা মহিলারা ব্যাপকহারে যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। ঐ গবেষণায় ৮ শতাধিক মহিলা পুলিশের তাদের সহকর্মী কর্তৃক যৌন নির্যাতনের শিকারের বিষয়টি রেকর্ড করা হয়। ১৯৯২ সালে 'পুলিশ রিভিউ' ম্যাগাজিনে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হলে দেখা যায়, পুলিশের মধ্যে ৮ শতাংশ মহিলা পুলিশ সরাসরি যৌন নিপীড়নের শিকার হন এবং বাকী ৯২ ভাগকে কুৎসিত ও অশ্লীল কথাবার্তা দ্বারা উত্যক্ত করা হয়।[৪৫]

ব্রিটেনে ৫০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ৭% মহিলা হলেও তাদের জন্য বীমার সুবিধা, অসুস্থতাজনিত ও বেকার ভাতার ব্যবস্থা নেই। এক জরিপে দেখা যায়, ব্রিটেনে প্রতি ১০ জন নির্যাতিতা মহিলার ৩ জনই স্বামী কর্তৃক মারধরের শিকার।[৪৬] লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার মতে, ইংল্যান্ডে অতি আধুনিকা নারীদের ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পাঁচজনে একজন।[৪৭] সেখানে প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন নারী ধর্ষিতা হয় এবং মাত্র ১০০ জনের মধ্যে একজন ধর্ষক ধরা পড়ে। 'ইউরোপিয়ান উইমেনস লবি'র প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে ৪০-৫০% নারী তার পুরুষ সহকর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়।[৪৮] ১৯৯১ সালে ব্রিটেনে ৮০ সালের চেয়ে ৯% এবং ৯০ সালের চেয়ে ৩% বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে যায়।[৪৯] ১৯৯১ সালে ব্রিটেনে মোট বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭১ হাযার ১ শত। এখানে জন্মগ্রহণকারী প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে কমপক্ষে ১টি জন্মগ্রহণ করে বিবাহ বহির্ভূতভাবে।[৫০]

---

৪৪. ইনকিলাব, ৪ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪; যায়যায়দিন ৬ জানুয়ারী ২০০৮।
৪৫. পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৪।
৪৬. ঐ, পৃঃ ৬৩।
৪৭. ইনকিলাব, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬।
৪৮. ঐ, ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।
৪৯. মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬১।
৫০. পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৪।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম হওয়ায় ১৭৯০ সনে মাত্র দুই শিলিংয়ের বিনিময়ে ইংল্যান্ডের বাজারে এক মহিলাকে বিক্রি করা হয়।[৫১] উল্লেখ্য, ১৮০১ সন পর্যন্ত ব্রিটেনের আইনে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বিক্রি করা বৈধ ছিল।[৫২] বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ব্রিটেনের কতিপয় পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, ইংল্যান্ডের গ্রামগুলোতে এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা তাদের স্ত্রীদেরকে নামমাত্র মূল্যে তথা ৩০ শিলিংয়ে বিক্রি করে।[৫৩] ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসের 'আয-যিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, লন্ডনের একটি আদালতে এ্যালেন ওয়েনহাম নামক এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে মাত্র ৫০০ পাউন্ডের বিনিময়ে বিক্রির দায়ে ১০ মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৫৪]

১৯৯০ সনের গোড়ার দিকে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭৯-১৯৮৭ সন পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে ব্রিটেনে ৪,০০০০০ জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[৫৫] ব্রিটেন ও আমেরিকায় স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে ৭৫ ভাগ যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়। আবার অনেকে এ অবস্থায় কুমারী মাতায় পরিণত হয়। আর লিভ টুগেদার তো আছেই।[৫৬]

ফ্রান্সের চিত্র :

ফ্রান্সে নারীর সহজলভ্যতা সুবিদিত। ইংরেজী একটি প্রবাদে আছে- To take a wife to paris is like carring coal to New Castle. 'প্যারিসে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাওয়া নিউ ক্যাসলে কয়লা নিয়ে যাওয়ার মতো'। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বড় কয়লা খনি এলাকা হল নিউ ক্যাসল। সেখানে পথে-ঘাটে কয়লা পড়ে থাকত। শীতকালে খাদ্য গরম করা

---

৫১. আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদ, পৃঃ ১২৪।
৫২. ত্রৈমাসিক 'আল-মুসলিম আল-মু'আসির', কুয়েত, সংখ্যা ২১, জানু-মার্চ ১৯৮০, পৃঃ ২৩।
৫৩. আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই'লাম, পৃঃ ৩৩০।
৫৪. ঐ, পৃঃ ৩৩০-৩১।
৫৫. ঐ, পৃঃ ৩৩৪। গৃহীত : ডঃ বাশীর বিন ফাহ্দ আল-বাশীর, আসালীবুল আলমানিইয়ীন ফী তাগরীবিল মারআতিল মুসলিমাহ, পৃঃ ৩৩৪।
৫৬. পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৫।

এবং রুম উষ্ণ করার জন্য সেখানে কয়লা কিনতে হত না। তাই ইংরেজী প্রবাদ তৈরি হয়- To carry coal to New Castle. অর্থাৎ নিউ ক্যাসল শহরে কয়লা নিয়ে যাওয়া যেমন অপ্রয়োজনীয়, তেমনি ফ্রান্সে স্ত্রীসহ ভ্রমণে যাওয়া বোকামী।[৫৭]

ফ্রান্সে যুবক-যুবতীদের ব্যভিচারকে কোন অপরাধ হিসাবেই গণ্য করা হয় না। সেখানে যদি কোন যুবক তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীকে বান্ধবী হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে বিষয়টিকে গোপন করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। ফরাসী সমাজ পুরুষের জন্য এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করে। সেকারণে বিয়ে হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরও সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। ফ্রান্সের এক মন্ত্রী বিয়ে করার মাত্র ৫ ঘণ্টা পর তার স্ত্রীকে তালাক দেয় বলে জানা যায়। ফ্রান্সে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা এতটাই প্রকট যে, সেন নগরীর একটি আদালতে একদিনে ২৯৪টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদের নতুন আইন প্রবর্তনের পরও ফ্রান্সে ১৮৪১ সনে ৪ হাযার, ১৯০০ সনে ৭ হাযার, ১৯১৩ সনে ১৬ হাযার এবং ১৯৩১ সনে ২০ হাযারে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেখানে বার্ষিক বিয়ের হার বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৬.৩% এবং ১৯৭০-১৯৭৪ পর্যন্ত ৮%। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালে বিয়ের হার ৭.৪% নেমে যায়।[৫৮]

ডেনমার্কের নারীদের আর্তনাদ :

১৯৭০ সনে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে এক বিরাট নারী বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে বিপুল সংখ্যক যুবতী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে নিম্নোক্ত শ্লোগান দেয় এবং এতদসংক্রান্ত প্ল্যাকার্ড বহন করে। ১. আমরা ভোগ্যপণ্য হতে চাই না। ২. রান্নাঘরেই আমাদের সুখ-শান্তি নিহিত আছে। ৩. আমরা চাই নারীরা বাড়ীতে অবস্থান করুক। ৪. আমাদের নারীত্ব ফিরিয়ে দাও। ৫. আমরা স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রত্যাখ্যান করছি ইত্যাদি।[৫৯]

---

৫৭. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, 'পাশ্চাত্য দ্বৈত-মূল্যবোধ', ইনকিলাব, ৩১ জুলাই ২০০৮, পৃঃ ১৫।

৫৮. মিনহাজুল ইসলাম ফী বিনাইল উসরাহ, পৃঃ ৮২-৮৪।

৫৯. আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই'লাম, পৃঃ ৩১৪।

অন্যান্য দেশের হাল-হকিকত :

যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, কানাডাসহ ১০টি দেশে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, এ সকল দেশের প্রতি ৩ জন নারীর মধ্যে একজন তার স্বামী বা ঘনিষ্ঠ পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতিত হয়।[৬০] কানাডার নিরাপদ শহর বলে পরিচিত টরেন্টোতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, সেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ নারী কোন না কোনভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।[৬১] কানাডার শতকরা ৫৪ ভাগ নারী ১৬ বছরে পদার্পণের আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।[৬২] খ্রিস্টান অধ্যুষিত ফিলিপাইনে ২০০৮ সালে জন্ম নেয়া ১৭ লাখ ৮০ হাযার শিশুর মধ্যে শতকরা ৩৭ ভাগই জন্ম নিয়েছে কুমারী মাতার গর্ভে।[৬৩]

পাশ্চাত্যের স্কুল-কলেজগুলোর উপর পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা গেছে, শতকরা ২৩ থেকে ৪৪.৮ ভাগ ছাত্রী তাদের বয়ফ্রেন্ডদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।[৬৪] এক জরিপে দেখা গেছে, পাশ্চাত্যে যত যৌন নিপীড়নের ঘটনা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়, তার মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ ঘটে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের উপর।[৬৫]

পাশ্চাত্যের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা :

অবাধ নারী স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা নারীদের দুর্দশা দেখে স্বয়ং পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাদের এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠার ইঙ্গিত দিতে থাকেন। নিম্নে এ সম্পর্কে তাদের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হল-

১. আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক রূপে খ্যাত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আগস্ট কাউন্ট বলেন, ‘নারীদের সম্মতি ব্যতিরেকেই তাদের পক্ষে সংগ্রামের

---

৬০. ইনকিলাব, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬।
৬১. ঐ; জনকণ্ঠ ৩১ জুলাই’৯৩।
৬২. ঐ।
৬৩. ইনকিলাব, ২০ জুলাই ২০১১, পৃঃ ৬।
৬৪. ইনকিলাব ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬।
৬৫. ঐ।

দাবীদার পুরুষরা নারীদের জন্য যে বস্তুগত সমঅধিকারের দাবী জানায়, সেই সমঅধিকার যদি নারীরা কখনো পায়, তাহলে তাদের নৈতিক অবস্থার বিপর্যয়ের আনুপাতিক হারেই তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হবে। কেননা সেক্ষেত্রে তারা বেশীর ভাগ আচরণে কঠোর নৈতিক প্রতিরোধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেটা তারা করতে সক্ষম হবে না। অথচ এতে তাদের বিকল্প ভালবাসার উৎসগুলোও বিনষ্ট হয়ে যাবে'। তিনি আরো বলেন, 'সঠিক অর্থে মানব উন্নয়ন করতে হলে নারী জীবন যথাসম্ভব পরিবারকেন্দ্রিক ও ঘরোয়া জীবন হওয়া যরূরী এবং নারীকে ঘরের বাইরের সমস্ত কাজ থেকে যথাসম্ভব মুক্তি দিতে হবে। যাতে করে তার প্রধান দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়'।[৬৬]

২. The Science of Times পত্রিকায় বলা হয়েছে, "There is a trinity of evil powers abroad in the world today and all of them are hell-bent. Solacious literature which has so amazingly increased in volume and daring since this war; the motion picture with its erotic themes... and the lowered moral standard of women as revealed in their dress or lack of it... and their promiscuous familiarities with men... these three are increasingly with us and they mean deterioration and destruction of christian society and civilization. Unless they are checked, our history will parallel Rome and those other nation of history whose lust and passion sent them with their wine, woman and song to the gates of hell and oblivion". 'বর্তমান জগতে অশুভ শক্তির একটি ত্রিত্ব বিরাজ করছে যারা সকলেই হচ্ছে নরকমুখী। যৌন ভাবোদ্দীপক সাহিত্য যা মহাযুদ্ধের পর হতে আয়তন ও নগ্ন বীভৎসতায় বিস্ময়কারে বেড়ে চলেছে, যৌন আবেগপূর্ণ ছায়াচিত্র... নারীদের অতিমাত্রায় স্বল্প পোশাক বা একেবারে পোশাক না থাকার জন্য অবনত নৈতিকমান এবং পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল মেলামেশা... এই সমস্ত উপসর্গগুলো উত্তরোত্তর আমাদের

৬৬. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, পৃঃ ১১৬, ১৭।

মধ্যে বিস্তার লাভ করছে এবং আমাদের খ্রিস্ট সমাজ ও সভ্যতার অধঃপতন ও ধ্বংসের সূচনা করছে। যদি এর গতি রোধ না করা হয়, তাহলে আমাদের ইতিহাস রোম ও অন্যান্য জাতির অনুরূপ হবে- যেসব জাতির কাম ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা তাদের মদ, নারী ও প্রমোদ সঙ্গীতসহ তাদেরকে বিস্মৃতির নারকীয় গহ্বরে নিমজ্জিত করেছে'।

৩. অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক জৌল সিমসন বলেন, 'নারীরা এখন কাপড় কেনে, টাইপ করে, আরো কত কী! সরকার তাদেরকে কলকারখানায়ও নিয়োগ করেছে। এভাবে তারা সামান্য কটা পয়সা আয় করতে পারছে বটে। কিন্তু তারা এর বিনিময়ে তাদের পরিবারের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছে'। তিনি আরো বলেন, 'যে নারী বাড়ীর বাইরে কাজ করে, সে একজন নগণ্য শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করে বটে। তবে একজন নারীর দায়িত্ব পালন করে না'।[৬৭]

৪. প্রখ্যাত লেখিকা এ্যানি রোর্ড ১০ মে ১৯০১ সালে 'ইস্টার্ন মেইল' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন, 'আমাদের মেয়েদের বাড়ীতে ঝি অথবা চাকরানীর মত কাজ করা কলকারখানায় কাজ করার চেয়ে ঢের বেশী কল্যাণকর ও কম বিপজ্জনক। কেননা কলকারখানায় মেয়েরা এত বেশী নোংরা হয়ে যায় যে, চিরদিনের জন্য তাদের জীবনের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। হায়, আমাদের দেশগুলো যদি মুসলিম দেশগুলোর মত হত! সেসব দেশে নারীর লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ও পবিত্রতা আছে। সেখানে দাস-দাসীরাও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করে এবং তাদের সাথে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের মত আচরণ করা হয়। তাদের সম্ভ্রমের কেউ ক্ষতি করে না। ইংরেজ শাসনাধীন দেশগুলোর জন্য এটা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার যে, তারা তাদের মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে দিয়ে তাদেরকে অসতী নারীর নমুনা বানিয়ে ছেড়েছে। আজ নারীর সম্ভ্রম-সম্মান রক্ষার খাতিরে আমাদের এমন কিছু করতেই হবে, যাতে তাদেরকে তাদের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ ঘরোয়া জীবন যাপনে ও পুরুষসুলভ কাজ পুরুষদের জন্য রেখে দিতে বাধ্য করা যায়'।[৬৮]

---

৬৭. ঐ, পৃঃ ১১৬, ১১৮।
৬৮. আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই'লাম, পৃঃ ৩১৬।

৫. সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক ব্রুদান বলেন, 'সামাজিক অবকাঠামোতে নারীর অবস্থান যদি অবিকল পুরুষের মত হয়, তাহলে নারী গোল্লায় যাবে। সে তখন দাসী-বাঁদীতে পরিণত হবে'।[৬৯]

৬. প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, 'নারীদেরকে সরকারী কাজে নিয়োগ করার কারণে পরিবার ধ্বংস হতে চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেই চিরায়ত নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কোন একজন মাত্র পুরুষের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চায় না'।[৭০]

৭. ব্রিটিশ লেখিকা লেডি কুক এক নিবন্ধে বলেন, 'নর-নারীর অবাধ মেলামেশা পুরুষরা খুবই পছন্দ করে। আর এজন্য নারীরা পুরুষদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে আগ্রহান্বিত হয়। অবাধ মেলামেশার পরিমাণ যত বাড়ে, জারজ সন্তানের সংখ্যাও ততই বাড়ে। আর এখানেই রয়েছে নারীর সবচেয়ে বড় বিপদ'।[৭১]

৮. অভিনেত্রী মেরিলিন মনেরো আত্মহত্যার পূর্বে লিখিত একটি চিঠিতে বলেন, 'নারীর প্রকৃত সুখ পবিত্র পারিবারিক জীবনেই নিহিত রয়েছে। বরং এই পারিবারিক জীবন নারী তথা মানবতারও সুখ-শান্তির প্রতীক। সিনেমায় অভিনয় নারীকে সস্তা পণ্যে পরিণত করে। সে যতই মান-মর্যাদা ও মেকি প্রসিদ্ধি লাভ করুক না কেন'।

৯. আমেরিকান অভিনেত্রী বারবারা স্ট্রিয়ান্ড এক প্রবন্ধে বলেন, 'আমি আমার শিল্পী জীবনকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছি এবং একজন নারী ও মানবী হিসাবে জীবনের মূল্য বিলক্ষণ বিস্মৃত হয়ে গেছি। এখন এ বিষয়টি আমাকে ঐ সকল নারীদের উপর ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে যাদের হাতে তাদের স্বামী ও সন্তানদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার যথেষ্ট সময় আছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে জীবনে সফলতা ও খ্যাতির কোনই মূল্য নেই। কারণ পারিবারিক জীবনেই নারী নিজেকে নারী হিসাবে মনে করে'।[৭২]

---

৬৯. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, পৃঃ ১১৬।
৭০. আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই'লাম, পৃঃ ৩১৩।
৭১. ঐ, পৃঃ ৩১৩-১৪।
৭২. ঐ, পৃঃ ৩১৪-১৫।

১০. ড. ইডালীন বলেন, 'অভিজ্ঞতায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, অধঃপতিত নতুন প্রজন্মকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদেরকে ঘরমুখী করাই একমাত্র পথ'।

১১. ফরাসী লেখিকা মারয়াম হ্যারি মুসলমান নারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'প্রিয় ভগ্নিগণ! তোমরা আমাদের ইউরোপীয় নারীদের অবাধ স্বাধীনতা দেখে ঈর্ষা কর না এবং আমাদের অনুসরণ কর না। তোমরা জান না যে, দাসত্ববরণের কী পরিমাণ মূল্য দিয়ে আমরা আমাদের কথিত নারী স্বাধীনতাকে ক্রয় করেছি। আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা বাড়ীতে অবস্থান কর। তোমরা স্ত্রী ও মা হয়ে বেঁচে থাক। পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের এবং তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না।[৭৩] উল্লেখ্য, হিটলার ও মুসোলিনী তাদের শাসনকালের শেষের দিকে বাড়ীর বাইরের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরোয়া জীবনে প্রত্যাবর্তনকারী নারীদেরকে পুরস্কৃত করা শুরু করেছিলেন।[৭৪]

১২. ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ তারিখে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নিউট গিংগ্রিচ প্রতিনিধি পরিষদে মার্কিনীদের নৈতিক অবক্ষয়ের উপর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'যে সমাজে ১২ বছর বয়সীরাও সন্তান জন্ম দেয়, ১৫ বছর বয়সীরা একে অন্যকে খুন করে, আর ১৮ বছর বয়সীরা পড়াশুনায় খারাপ অথচ ডিগ্রী পায়- সে সমাজ বা সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না'।[৭৫]

১৩. আমেরিকান নওমুসলিম রমণী সারা বোকার বলেন, 'ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক নারীরা আজ তাদের ভাসিয়ে দিয়েছে 'স্বল্প পোশাক না হলেই নয়' এই শ্লোগানে, যা আজ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে গেছে। ... কিছুদিন আগেও স্বল্প পোশাকই ছিল আমার স্বাধীনতার প্রতীক যা আমাকে আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃত সত্য ও দায়িত্বসম্পন্ন মানবীয় গুণাবলী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। স্বল্প পোশাক, যৌন আবেদনময়ী জীবন এবং মিয়ামীর সাউথ বিচ আমার

৭৩. ঐ, পৃঃ ৩১৭।
৭৪. ঐ, পৃঃ ৩১৫।
৭৫. পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৬।

জীবনে সুখ আনতে পারেনি। জীবনে প্রকৃত সুখ চাইলে এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করতে হলে এটা শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এজন্যই আমি নিকাব গ্রহণ করেছি। আমি আমার অনন্য অধিকার নিকাব গ্রহণ করেই মরতে চাই। বর্তমানে নিকাব হচ্ছে নারী স্বাধীনতার এক নতুন প্রতীক'।[৬১]

ইসলামই একমাত্র বিকল্প :

পাশ্চাত্যের এই নারকীয় অবস্থা দৃষ্টে সেখানকার অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেকের দুয়ার খুলে যেতে শুরু করেছে। তারা এখেকে উত্তরণের জন্য ইসলামকেই একমাত্র বিকল্প হিসাবে মনে করছে। H.A.R. Gibb বলেন, "We must wait upon the Islamic society to restore the balance of western civilization upset by the one sided nature of the progress". 'পাশ্চাত্য সভ্যতা একদেশদর্শী প্রগতির জন্য যে ভারসাম্য হারিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মুখোমুখি হতেই হবে'। তিনি আরো বলেন, "For the fullest development of its cultural life, particularly of its spiritual life, Europe can not do without the forces and capacities that lie within Islamic society". 'মুসলিম সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্যকে বাদ দিয়ে ইউরোপ তার সাংস্কৃতিক বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না'।

একজন আমেরিকান নওমুসলিমের আক্ষেপ :

পাশ্চাত্যের নারীরা যখন অবাধ নারী স্বাধীনতার উন্মত্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে অবশেষে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে মুক্তির দিশা হিসাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে বেছে নিয়ে তার সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে, তখন প্রগতির দোহাই পেড়ে বিধর্মীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে মুসলিম বিশ্বের নারীরা অবাধ নারী স্বাধীনতার জিগির তুলছে সুউচ্চ কণ্ঠে। একজন আমেরিকান নওমুসলিম তাই দুঃখ করে বলেছেন, 'এটা একটা ট্র্যাজেডি যে, আমি ইসলামের প্রতি মুসলিম সমাজের আস্থাহীনতা লক্ষ্য করছি। কারণ ঐ সকল দেশের জনগণ ও

সরকার এমন সময় আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণ করার চেষ্টা করছে, যে সময় খোদ আমেরিকানরা ও পাশ্চাত্য জগত তাদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও রীতি-নীতির ব্যাপারে ব্যর্থ-মনোরথ। আরব বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যখন সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমেরিকার পানে চেয়ে আছে তখন কোটি কোটি আমেরিকান জনগণ আশঙ্কিত হচ্ছে যে, ক্রমান্বয়ে তাদের দেশ রসাতলে যাচ্ছে। এমনকি অনেক আমেরিকান অদূর ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্রের পতনের আশঙ্কা করছে'।[৭৬]

প্রগতির স্রোতে ভাসমান নারী :

আমাদের দেশের নারীরাও প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে বিদেশী প্রভুদের সেবাদাসে পরিণত হয়ে নারী স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে শ্লোগান তুলছে-

'কিসের ঘর কিসের বর
ঘর যদি হয় মারধর
শাক-শুটকি খাব না
স্বামীর কথা মানব না।
আমার দেহ আমার মন
কথায় কেন অন্যজন
রাতের বেড়া ভাঙব
স্বাধীনভাবে চলব'।

এ ধরনের শ্লোগান কোন আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন মুসলিম নারীর মুখ দিয়ে কস্মিনকালেও বের হতে পারে না। এ যেন পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনের নগ্ন প্রতিধ্বনি। অথচ পাশ্চাত্য দর্শনে নারীর প্রকৃত মর্যাদা সংরক্ষিত হয়নি; বরং নারীকে শুধু পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করার উপকরণে পরিণত করা হয়েছে। তাছাড়া গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের যে কষ্টকর প্রাকৃতিক দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত হয়েছে, তার উপর তাকে নিজের জীবিকা উপার্জনের বাড়তি কষ্টকর দায়িত্বও অর্পণ করেছে। এই

---

৭৬. শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নূ, তাওজীহাতুন ইসলামিইয়াহ লিইছলাহিল ফারদি ওয়াল মুজতামা' (সঊদী আরব : ওযারাতুশ শুঊন আল-ইসলামিইয়াহ ওয়াল-আওক্বাফ ওয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল-ইরশাদ, ১৪১৮হিঃ), পৃঃ ১৮৩।

দায়িত্ব চাপানোর ফলে পরিবারের খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া ও পিতামাতার তদারকির আওতার বাইরে সন্তানদের বিকাশ-বৃদ্ধি স্বভাবতই অনিবার্য হয়ে ওঠেছে।[৭৭]

ভোগবাদী দর্শন, না ইসলামী দর্শন :

এক্ষণে আমাদেরকে দু'টি দর্শনের মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। হয় বেছে নিতে হবে ইসলামের দর্শনকে, যা নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের অতন্দ্রপ্রহরী এবং যা তাকে স্ত্রী ও মা হিসাবে তার সামাজিক দায়িত্ব একাগ্রভাবে পালন করার সুযোগ দেয়। আর এরই বিনিময়ে সমাজকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে ও তার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য করে। এজন্য সে স্বামীর উপর কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের উপর স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণের ভার অর্পণ করে। এতে তার অবমাননা বা অবমূল্যায়নের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নারী মানব জাতির সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, যা মানব জাতির সুখ-শান্তি ও উন্নয়নের প্রতীক। আর যদি ইসলামের দর্শন তার মনোপুত না হয় তাহলে দ্বিতীয় যে দর্শনটি তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে তা হল পাশ্চাত্য সভ্যতার দেয়া জড়বাদী ও ভোগবাদী দর্শন। এ দর্শন তার জৈবিক দাবীর ব্যাপারে তার উপর কঠোর নিষ্পেষণ ও নিপীড়ন চালায় এবং স্ত্রী ও মা হিসাবে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার নিজের জীবিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করতেও তাকে বাধ্য করে। এভাবে নারী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও সুখ-সমৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয়'।[৭৮]

নিঃসন্দেহে মুসলমানরা ইসলামের শাশ্বত জীবনদর্শনকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ

৭৭. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, পৃঃ ১১৩।
৭৮. ঐ, পৃঃ ১২২।

اللهِ حُكْمًا لِّقَـــوْمٍ يُوْقِنُـــوْنَ. ‘তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর’? *(মায়েদাহ ৫০)*।

কুরআনিক বিধান পরিবর্তনের নেপথ্যে :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (‘পলিসি লিডারশীপ এন্ড এ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি’ প্রকল্পের সহযোগিতায়) প্রণীত ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮’ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেন এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৮ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই নীতিমালা ঘোষণা করেন। এই নীতিমালার ৯.১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে নারীর সমান সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করা’। এই ধারাটি কুরআন মাজীদের সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। দেশকে ইসলামশূন্য করার আরেকটি পাঁয়তারা। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, এ সরকারের আমলে মহানবী (ছাঃ)-কে কটাক্ষ করে কার্টুন প্রকাশ করা হয়েছে, জন্ম নিবন্ধন ফরম ও ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রে কোন ধর্মীয় পরিচয় রাখা হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় ‘নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ’ বা ‘সিডও’[৭৯] এর দোহাই পেড়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের

---

৭৯. নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য লোপ করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ‘নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ’ (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women- CEDAW) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সনদে স্বাক্ষর শুরু হয়। ২০টি রাষ্ট্রের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সনদটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর কুরআন বিরোধী ‘সিডও’ এর ২, ১৩(ক), ১৬-১(গ) ও (চ) ধারাগুলের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে এ সনদে স্বাক্ষর করে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৮৫টি দেশ এ সনদ অনুমোদন করেছে। ৩০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এ সনদকে নারীর আন্তর্জাতিক "Bill of Rights" নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে (নারী উন্নয়ন বিষয়ক পত্রিকা ‘উন্নয়ন

পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সরকার কুরআনিক বিধান তথা ইসলামের শাশ্বত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের দুঃসাহস দেখিয়েছে। অথচ 'সিডও'-এর অনেক ধারা কুরআন-সুন্নাহ ও বাংলাদেশ সংবিধান পরিপন্থী। যেমন ২ (চ) ধারায় বলা হয়েছে, "To take all appropriate measures, including legislation to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women." 'প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা'।[৮০] (ছ) ধারায় বলা হয়েছে, To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women. 'যে সব জাতীয় দণ্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো বাতিল করা'।[৮১] ধারা ১৬ (বিবাহ ও পারিবারিক আইন)-এর (জ)-এ বলা হয়েছে, The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.

পদক্ষেপ', বর্ষ ৪, সংখ্যা ১১, জানু-মার্চ ৯৮, পৃঃ ৪৬; বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩৪, সেপ্টে: '০৪, পৃঃ ১৮-১৯; বর্ষ ৮, সংখ্যা ২৭, জুলাই-সেপ্টে: '০২, পৃঃ ৩৬; বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৫, জুন ২০০৭, পৃঃ ৩২)। যদিও এটি কুরআন ও ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি 'নীরব টাইম বোমা' ('প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা', সম্পাদকীয়, আত-তাহরীক, ১৪/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১১)। এ সনদে ইসলাম ও দেশের প্রচলিত সংবিধান বিরোধী বেশ কিছু ধারা থাকায় অনেক মুসলিম দেশ এ সনদে স্বাক্ষর থেকে বিরত থাকে। অনেকে স্বাক্ষর করলেও সংবিধান ও শরী'আহ বিরোধী ধারাগুলোর কার্যকারিতা স্থগিত রাখে। এমনকি 'ওআইসি' উক্ত সনদের বিরুদ্ধে একাধিকবার ঘোর আপত্তি জানিয়েছে। পাশ্চাত্যের যেসব উন্নত দেশের উদ্যোগে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন লোপ করার মানসে এ সনদ প্রণীত ও কার্যকর হয় তা সেসব দেশে নারী নির্যাতন কতটুকু কমিয়েছে বা নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করেছে, তা পূর্বে উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায়। সুতরাং 'ভূতের মুখে রাম নাম' বেশ বেমানান ঠেকে।

৮০. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (United Nations : 1999), P. 5.

৮১. Ibid.

'বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার'।[৮২] তাছাড়া এর আরো অনেক ধারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুমোদিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮'-এ 'সিডও' বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ৩.২ ধারায় বলা হয়েছে, 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা'। ৩.৪ ধারায় বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা'।

৩.৫ ধারায় বলা হয়েছে, 'স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা বা কোন উদ্যোগ না নেয়া'

বরাবরের মত পশ্চিমাদের এজেন্ট এদেশের তথাকথিত সুশীল সমাজ, এনজিও, নারীনেত্রী, নারীবাদী সংগঠন ও একশ্রেণীর বুদ্ধি বেঁচে খাওয়া 'বুদ্ধিজীবী'রা নারীর সমঅধিকারের বুলি আওড়িয়ে উক্ত আইন বাস্ত বায়নের জন্য আটঘাট বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। এমনকি এই সুযোগে তারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, টকশো, গোলটেবিল বৈঠকে ইসলামকে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড় করানোর সূক্ষ্ম পাঁয়তারা চালাচ্ছে। কুরআনের বিধানকে 'ব্যাক ডেটেড' বা সেকেলে বলতেও এদের হৃদয় কাঁপছে না। গত ১৯ এপ্রিল (২০০৮) বামপন্থীদের আয়োজিত এক আলোচনা সভায় নারীনেত্রী হাজেরা সুলতানা বলেন, '১৪০০ বছর আগের আইন কায়েম করতে দেয়া হবে না। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দিয়ে নারী নীতি হবে না'। একই অনুষ্ঠানে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সৈয়দ আবুল মকসূদ বলেন, 'মোল্লারা জাতিকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করছে। তারা ইতিমধ্যে দশভাগ মহিলাকে বোরখা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে'।[৮৩] আরেক

৮২. Op. cit. P. 10.
৮৩. ইনকিলাব, ৩ মে ২০০৮, পৃঃ ১৪।

নারীনেত্রী ফরিদা আখতার এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নারীর সম-অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এত ভয় কেন? নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক ভিন্নতা আছে বলেই অধিকারের বেলায় কমবেশী করতে হবে, এমন কথা আজকাল কি খাটে'?[৮৪] এদের সাথে সুর মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক লিখেছেন, 'তারা (আলেমরা) নারীপ্রগতির বিষয়টি সহ্য করতে পারেন না। নারীরা সমাজে একটি স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করুন, তা তাঁরা চান না। কিন্তু বাংলাদেশ তো প্রগতির রাস্তার পাশে বসে থাকতে পারে না, তাকে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেককে চার দেয়ালের ভেতর বন্দী রেখে সেই এগিয়ে যাওয়াটা সম্ভব হবে না'।[৮৫]

উল্লিখিত মন্তব্যগুলো থেকে এদের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এরা নারী উন্নয়নের নামে নারীকে উলঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর। প্রগতির দোহাই পেড়ে নারীকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে পণ্যে পরিণত করতে চায়। পশ্চিমা জগত ভাল করেই জানে যে, প্রগতি, নারী স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের নামে নারী সমাজকে পথভ্রষ্ট করা গেলে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করা সহজ হবে। মডেলিং, ফ্যাশন শো, পর্ণোগ্রাফি, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নাম করে নারীকে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা যাবে। এজন্য তারা তাদের বশংবদ সুশীল সমাজের দ্বারা নারীর সমঅধিকার আদায়ের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আসলে যারা সমঅধিকারের বুলি আওড়ায়, তারা নারীদের তাদের ভরণ-পোষণ প্রাপ্তিসহ বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুরুষের সাথে অর্থোপার্জনের অসম প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিতে চায় এবং নারীর জীবনকে পুরুষের উপর অধিকারহীন মর্যাদাহীনভাবে নির্ভরশীল করে দিতে চায়। তারা নারীকে আরো বেশী পণ্যের বস্তুতে পরিণত করতে চায়। নারীর জীবনকে পতিতাদের মত অসহায় রূপ দিতে চায়। এভাবে তারা নারীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে তাদের জীবন অশান্তিময় করার

---

৮৪. ফরিদা আখতার, 'নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে কে জিতল আর কে হারল'? প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১১।

৮৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কেন', ঐ, ১৭ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১০।

চক্রান্তে লিপ্ত যাতে করে মুসলিম জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, তাদের দ্বারা কোন বিচক্ষণ জাতির জন্ম না হয়। অর্থাৎ শিশুদের স্বাভাবিক জন্ম ও মানসিক বিকাশের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়'।[৮৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমেরিকার উদ্যোগে ২০০০ সালে নিউইয়র্কে এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের অন্যতম বিষয় ছিল 'একবিংশ শতকে সমঅধিকার, উন্নতি-অগ্রগতি ও শান্তি'। এ সম্মেলনে যুবক-যুবতীদের অবাধ যৌনাচার, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, অবৈধ গর্ভপাত, নারীকে গৃহস্থালি ত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, স্ত্রীর অধিকার হরণের অভিযোগ তুলে স্বামীকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা, গৃহস্থালি কাজ, সন্তান প্রতিপালন ও বাবার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলিম সমাজের সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করা। সেকারণ একই সালে বাহরাইন ও জর্ডানের রাজধানী আম্মানে যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নারী স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে দু'টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন দু'টির উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্যের ঐ নোংরা কদর্যময় এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধ্য করা।

মোদ্দাকথা, কথিত নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা, পরিবারের ভিত ধ্বসিয়ে দেয়া, নারীকে পণ্যে পরিণত করা, ইসলামকে নারী স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক রূপে উপস্থাপন করে দেশকে ইসলামশূন্য করাই যে নারী নীতি প্রণয়নের নেপথ্য কারণ, সচেতন দেশবাসীকে তা আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না।

এক জাহেলের অপব্যাখ্যা :

গত ২২ এপ্রিল ২০০৮ বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে জনৈক হাফেয মাওলানা জিয়াউল হাসান বলেন, 'নারীর উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেকের কথা বলা হলেও এর অধিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোরআনের কোন বিধিনিষেধ নেই। একই মা-

৮৬. ইনকিলাব, ২০ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৪।

বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করে বোনটি যখন পরম আত্মীয়দের ছেড়ে সারা জীবনের জন্য স্বামীর ঘরে চলে যায়, তখন একই মায়ের গর্ভের ভাই বোনকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান সমান সম্পত্তি দিয়ে দিলে ভাইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমে না, বরং বেশী দিলে এর মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়'।[৮৭] কুরআনের বিধানের এরূপ মনগড়া অপব্যাখ্যা ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কুরআন মাজীদে যেখানে স্পষ্টভাবে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ পুরুষ পাবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, উত্তরাধিকার আইনকে 'আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ বিধানের সীমালংঘনকারীদেরকে জাহান্নামী বলা হয়েছে, সেখানে এরূপ বক্তব্য চরম মূর্খতার পরিচায়ক। সামান্য স্বার্থের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেয়া এরূপ আলেম নামধারী কূপমণ্ডূক ব্যক্তিদের বক্তব্য জাতিকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। এদের থেকে সাবধান। এ জাতীয় স্বার্থপর লোকদের ক্ষেত্রে মিসরের কবি আহমাদ শাওকী যথার্থই বলেছেন-

فَلَتَسْمَعُنَّ بِكُلِّ أَرْضٍ دَاعِيًا + يَدْعُوْ إِلَى (الْكَذَّابِ) أَوْلِسَجَاحِ

وَلَتَشْهَدُنَّ بِكُلِّ أَرْضٍ فِتْنَةً + فِيْهَا يُبَاعُ الدِّيْنُ بَيْعَ سَمَاحِ.

'হে পাঠকবর্গ! তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক জায়গায় আহ্বানকারীকে (ভণ্ডনবী) মুসাইলামা কাযযাব অথবা সাজাহ-এর দিকে (অর্থাৎ ভ্রান্ত পথে) আহ্বান করতে শুনবে। তোমরা অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেক ভূখণ্ডে ফিতনা-ফাসাদ প্রত্যক্ষ করবে, যেখানে দয়া-দাক্ষিণ্যের বিনিময়ে দ্বীন কেনাবেচা হবে'।[৮৮]

---

৮৭. প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ২০, কলাম ৪-৫।

৮৮. আহমাদ শাওকী, আশ-শাওকিয়্যাত (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯, 'খিলাফাতুল ইসলাম' শীর্ষক কবিতা দ্র.।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের বিধি-বিধান যুগোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ। নারীর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কুরআনের বিধান চূড়ান্ত, অভ্রান্ত। এ বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا. 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে' *(আহযাব ৩৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৫৯)*। সৃষ্টি যার আইন চলবে তার *(আ'রাফ ৫৪)*।

কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করাই জাতির জন্য কল্যাণ ও বরকত বয়ে আনবে। সাইয়িদ কুতুব তাঁর তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন'-এর ভূমিকায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন,

وانتهيت من فترة الحياة– في ظلال القرآن– إلى يقين جازم حاسم. إنه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة، ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا الرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله– كما يتجلى في ظلال القرآن– له صورة واحدة وطريق واحد. واحد لا سواه. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذى رسمه للبشرية فى كتابه الكريم–

'আমি সারাজীবন কুরআনের ছায়াতলে থেকে একটি নিশ্চিত ও চূড়ান্ত দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, এ পৃথিবীর কল্যাণ, মানবজাতির আরাম, মানুষের প্রশান্তি, উন্নতি-অগ্রগতি, বরকত, পবিত্রতা এবং জীবন ও জগতের চিরন্তন নিয়ম-নীতির সাথে সামঞ্জস্যতা শুধু আল্লাহ্‌র দিকে

ফিরে যাওয়া ছাড়া কল্পনা করা যায় না। কুরআনের ছায়াতলে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার একটি মাত্র রূপ ও পথ রয়েছে, ভিন্ন কোন রূপ ও পথ নেই। তা হচ্ছে- মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহ নির্দেশিত পন্থার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যে পন্থাকে আল্লাহ কুরআন মাজীদে মানবজাতির জন্য চিত্রিত করেছেন'। এরপর তিনি বলেন, إنه تحكيم هذا الكتاب وحده فى حياتها. والتحاكم إليه وحده فى شؤونها. وإلا فهو الفساد فى الأرض، والشقاوة للناس، والارتكاس فى الحمأة، والجاهلية التى تعبد الهوى من دون الله. (আর আল্লাহ্র বিধানের কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় হচ্ছে) 'এই গ্রন্থকে (কুরআন) মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধানদাতা রূপে গ্রহণ করা। অন্যথা পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে, মানুষের জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে, পঙ্কিলতা ও জাহেলিয়াতের করাল গ্রাসে পৃথিবী নিমজ্জিত হবে। যেই জাহেলিয়াত মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত প্রবৃত্তিপূজায় প্ররোচিত করে'।[৮৯]

অন্যদিকে ইসলাম নারীকে মর্যাদার উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়েছে। কুরআন মাজীদে নারী-পুরুষ পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পোশাক আখ্যা দেয়া হয়েছে *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'নারীর তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের...' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। সৎ আমলের প্রতিদান পাবার দিক থেকে তাদের সমঅধিকার ঘোষণা করা হয়েছে- وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا– 'পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না' *(নিসা ১২৪)*। নারীকে প্রদান করা হয়েছে তার ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক সহ যাবতীয় অধিকার। কেবলমাত্র নারীকে একটি মাত্র অধিকার প্রদান করা হয়নি। আর তা হচ্ছে- বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার অধিকার।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন নারীকল্যাণের অগ্রদূত ও নারীজাতির ত্রাতা। মা, বোন, স্ত্রী নানাভাবে নারীজাতিকে তিনি যে মর্যাদায় অভিষিক্ত

৮৯. ফী যিলালিল কুরআন ১/১৯।

করেছেন তার তুলনা হয় না। তাইতো মারমাডিউক পিকথল তাঁর Culture Side নামক গ্রন্থে বলেন, "The prophet of Islam is the greatest feminist the world has ever known, from the lowest degradation the uplifted woman to a position beyond which she can go only in theory".

মনীষী Pierre Crabites বলেছেন, "Muhammad was the greatest champion of women's right the world has ever seen. Islam has conferred upon the Muslim wife properly rights and Juridical status exactly the same as that of her husband. 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই নারী অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভবত বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব, যার দৃষ্টান্ত অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলাম মুসলিম স্ত্রীকে ঠিক তার স্বামীর ন্যায় সম্পত্তিতে ন্যায্য অধিকার ও আইনগত মর্যাদা প্রদান করেছে'।

সুতরাং নারী স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্যে নারীর নারীত্বকে যেভাবে টুটি চেপে হত্যা করে তাকে ভোগের সস্তা পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। তথাকথিত জনবিচ্ছিন্ন 'কর্তিত নখ' নারীনেত্রীদের 'কান নিয়েছে চিলে' রূপী শ্লোগানে প্রলুব্ধ হয়ে নিজের কানে হাত না দিয়েই চিলের পিছনে দৌঁড়ানো থেকে নারী সমাজকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন মাজীদে নারীকে যে পরিমাণ মীরাছ প্রদান করা হয়েছে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ আমাদের সমাজে অনেক সময় নারীর ন্যায্য প্রাপ্য মীরাছের অংশটুকুও প্রদান করা হয় না। সমাজ বিধ্বংসী মাইন যে যৌতুকের কারণে আমাদের দেশে ৫০% মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়,[৯০] তার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তসলিমা নাসরীনের মত 'ঘরহীন বরহীন ঠিকানাহীন' যাযাবরের জীবন তালাশ না করে পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে। সমাজতাত্ত্বিকদের পরিভাষায় 'শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান' পরিবারকে করতে হবে গতিশীল, আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। তবেই সুখ-শান্তি আর কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে এদেশের সোনাফলা মাটিতে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

---

৯০. 'যৌতুক : একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন', 'কর্মজীবী নারী', জানুয়ারী ২০০৫, পৃঃ ১৫।

পরিশিষ্ট-১

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষার প্রতি ইসলাম ধর্মে যত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, অন্য কোন ধর্মে তা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি হেরা গুহায় প্রথম যে অহী অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত *(আলাক্ব ১-৫)*। এর মাধ্যমে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু। আল্লাহ চাইলে প্রথম অহী ইসলামের অন্য যেকোন বিষয়ে অবতীর্ণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার নিমিত্তে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম অহী অবতীর্ণ করেছেন।

মুহাম্মাদ কুতুব বলেছেন,

ويبلغ من تقدير الإسلام لمقومات الكيان البشرى- في عصور كان يغشيها الجهل والظلام- أن اعتبر العلم والتعلم ضرورة بشرية، ضرورة لازمة لكل فرد لا لطائفة محدودة من الناس، فقرر للملايين حق التعلم، بل جعله فريضة وركنا من الإيمان بالله على طريقة الإسلام. وهنا كذلك يحق له أن يفخر بأنه أول نظام في التاريخ نظر إلى المرأة على أنها كائن بشرى، لايستكمل مقومات بشريته حتى يتعلم، شأنها شأن الرجل سواء بسواء، فجعل العلم فريضة عليها كما هو فريضة على الرجل، ودعاها أن ترتفع بعقلها، كما ترتفع بجسدها وروحها عن مستوى الحيوان، بينما ظلت أوروبا تنكر هذا الحق إلى عهد قريب، و لم تستجب إليه إلا خضوعا للضرورات.

‘মানব অস্তিত্বের উপাদান সমূহের প্রতি ইসলামের গুরুত্ব প্রদানের প্রমাণ হল, ইসলাম বিদ্যার্জনকে মানবীয় প্রয়োজন গণ্য করছে। এটা এমন একটা সময়ে যখন গোটা বিশ্বজগত অজ্ঞতা ও অন্ধকারের গাঢ়

অমানিশায় আচ্ছাদিত ছিল। ইসলাম নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর জন্য নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শিক্ষাকে অপরিহার্য করেছে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বরং ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষাকে ফরয এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ গণ্য করেছে। তাই ইসলাম এজন্য গর্ববোধ করতে পারে যে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারীদেরকে সে মানব সত্তা হিসাবে বিবেচনা করেছে। শিক্ষিতা না হওয়া পর্যন্ত তার মানবত্বের উপাদান পূর্ণতা লাভ করে না। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যাপারটা সমান সমান। তাই ইসলাম নারীর উপরে বিদ্যার্জনকে ফরয গণ্য করেছে, যেমন পুরুষদের উপর তা ফরয। ইসলাম নারীকে জ্ঞানের মাধ্যমে উন্নত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। যেমনভাবে সে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে উন্নতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে ইউরোপ নিকট অতীত পর্যন্ত নারীর শিক্ষা লাভের অধিকার প্রদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে থাকে। (পরবর্তীতে) অবস্থার চাপে পড়েই তারা তাদেরকে এ অধিকার প্রদান করেছে'।[৯১]

জাহেলী সমাজে মহিলাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার ছিল না। The New Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে- "Woman's status had degenerated to that of child bearing slaves. Wives were secluded in their homes, had no education and few rights, and were considered by their husbands on better than chattel". 'সে সমাজে নারীদের স্থান এত অধঃপতিত ছিল যে, তাদের সন্তানরা তাদেরকে দাসে পরিণত করত। নারীরা নিজ গৃহেই ছিল নির্বাসিত। স্ত্রীদের শিক্ষার বা অন্য বিষয়ের সামান্যতম অধিকারও ছিল না। তাদের স্বামী কর্তৃক তারা অস্থাবর সম্পত্তি বৈ কিছুই গণ্য হত না'।[৯২] সে যুগে প্রবাদ ছিল- Woman are the whips of Satan. 'নারী হল শয়তানের চাবুক'। Trust neither a king, a horse nor a woman. 'রাজা, ঘোড়া বা নারী কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না'।

---

৯১. মুহাম্মাদ কুতুব, শুবুহাত হাওলাল ইসলাম (কায়রো : দারুশ শুরূক, ২২তম সংস্করণ, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ খ্রিঃ), পৃঃ ১১৪-১১৫।

৯২. The New Encyclopaedia Britannica (USA: 1995), Vol. 19, P. 909.

ইসলাম নারীকে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, "With the advent of Islam, circumstances improved for the woman. The woman's dignity and humanity were restored. Islam confirmed her capacity to carry out Allah's commands, her responsibilities and observation of the commands that lead to heaven. Islam considered the woman as a worthy human being, with a share in humanity equal to that of the man. Both are two branches of a single tree and two children from the same father Adam and mother Eve. Their single origin, their general human traits, their responsibility for the observation of religious duties with the consequent reward or punishment, and the unity of their destiny all bear witness to their equality from the Islamic point of view". 'ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের পরিস্থিতির উন্নতি হয়। নারীর সম্মান এবং মানবতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌র আদেশ, তার দায়িত্ব এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের ক্ষেত্রে- যা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়, নারীর যোগ্যতাকে ইসলাম পুনঃনিশ্চিত করে। ইসলাম নারীকে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ মনে করে এবং মানবিকতায় তার অংশ পুরুষের মত সমান মনে করে। তারা দু'জন একই বৃক্ষের দু'টি শাখা এবং একই পিতা আদম ও মাতা হাওয়ার দুই সন্তান। তারা একই উৎস, তাদের একই ধরনের মানবিক গুণাবলী, ইসলামী বিধানাবলী পালনে তাদের একই ধরনের দায়িত্ব। যার ফলস্বরূপ পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে থাকে। তাদের একই পরিণতি ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের সমতা প্রমাণ করে'।[৯৩]

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষা অর্জনের আদেশ দিয়ে বলেছে, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয'।[৯৪] এ হাদীছে মুসলমান বলতে নারী-পুরুষ উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

---

৯৩. শাহ আবদুল হান্নান, নারী ও বাস্তবতা (ঢাকা : এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২), পৃঃ ১৬-১৭।

৯৪. ইবনু মাজাহ হা/২২৩, সনদ ছহীহ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِـــنْ عِبَـــادِهِ الْعُلَمَـــاءُ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যকার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ’ *(ফাত্বির ২৮)*। এখানে নারী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

والحق أن الكتابة والقراءة، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على البشر؛ كما يشير إلى ذلك قوله عز وجل (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم)، وهي كسائر النعم التي امتن الله بها عليهم وأراد منهم استعمالها في طاعته، فإذا وجد فيهم من يستعملها في غير مرضاته؛ فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونها نعمة من نعمه، كنعمة البصر والسمع والكلام وغيرها، فكذلك الكتابة و القراءة؛ فلا ينبغي للآباء أن يحرموا بناتهم من تعلمها شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية، كما هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم الذكور أيضا! فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث.

والأصل في ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث، و ما يجوز لهم جاز لهن ولا فرق، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إنما النساء شقائق الرجال، فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه، وهو مفقود فيما نحن فيه، بل النص على خلافه، وعلى وفق الأصل، وهو هذا الحديث الصحيح، فتشبثْ به ولا ترض به بديلا.

‘প্রকৃত সত্য হল লেখাপড়া মানুষের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার নে‘মত সমূহের মধ্যে অন্যতম নে‘মত। যেমন এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্র বাণী- ‘পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক বা জমাট রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক

মহাসম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১-৪)*। এটি অন্যান্য সকল নেমতের মতো, যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং যেটা তাঁর আনুগত্যে ব্যবহার করাকে তিনি তাদের নিকট থেকে কামনা করেছেন। যদি মানুষের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যায় যে সেটাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করে, তাহলে এর ফলে সেটা আল্লাহ্‌র নে'মত থেকে বেরিয়ে যাবে না। যেমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি প্রভৃতি নে'মত। অনুরূপই হল লেখাপড়ার বিষয়টি। সুতরাং পিতাদের জন্য তাদের মেয়েদেরকে পড়ালেখা শেখানো থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তবে শর্ত হল ইসলামী চরিত্রের উপর তাদেরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা। যেমনটা তাদের পুত্র সন্তানদেরও ক্ষেত্রে তাদের উপর ওয়াজিব। ছেলে-মেয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, যা কিছু পুত্র সন্তানের জন্য ওয়াজিব তা কন্যা সন্তানের জন্যও ওয়াজিব। যা তাদের জন্য জায়েয তা কন্যাদের জন্যও জায়েয। এতে কোন পার্থক্য নেই। যেমন এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী- إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ 'মহিলারা পুরুষদের মতোই'।[৯৫] সুতরাং এমন কোন নছ বা দলীল দ্বারা ছাড়া তাদের মাঝে পার্থক্য করা যাবে না, যা তার প্রতি নির্দেশ করে। আর আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছি তাতে তা নেই। বরং 'নছ' তার বিপরীতে এবং মূলনীতির অনুকূলে। আর সেটা হল এই ছহীহ হাদীছটি। সুতরাং এটি গ্রহণ করো। এর বিকল্পতে সন্তুষ্ট হয়ো না'।[৯৬]

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য না থাকার কারণ হল, জ্ঞান আলো সদৃশ, যার সংস্পর্শে আসা মাত্রই মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হতে শুরু করে এবং মানুষের সুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। দার্শনিক সক্রেটিস তাইতো বলেছেন, "From Knowledge come virtue and goodness; from ignorance comes all that is

৯৫. আবুদাঊদ হা/২৩৬, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৫; দারেমী হা/৭৬৪।
৯৬. সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৮ নং হাদীছের আলোচনা দ্র.; আব্দুল লতীফ বিন আহমাদ, নুযুমুল ফারাইদ মিম্মা ফী সিলসিলাতাইল আলবানী মিন ফাওয়াইদ (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ), ২/২১।

evil. No man willingly chooses what is evil; he does evil out of ignorance." 'জ্ঞান বা শিক্ষা থেকেই আসে পুণ্য এবং কল্যাণ; অজ্ঞতা থেকে আসে যা কিছু পাপ। কোন ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় যা কিছু খারাপ তা পছন্দ করে না; সে পাপ করে অজ্ঞতার কারণে'।

শিক্ষা ছাড়া কোন সমাজ উন্নতি-অগ্রগতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্বয়েই সমাজ। কোন জাতি বা ধর্ম সমাজের শুধু নারী বা পুরুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলে কখনো সফলকাম হতে পারে না। সেজন্য ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞানার্জনের পথকে সুগম করেছে। যাতে মুসলিম সমাজ সবদিক থেকে অন্যদের জন্য মডেল হতে পারে, উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করতে পারে এবং ধর্মীয় ও বৈষয়িক ব্যাপারে কেউ তার সমকক্ষ না হতে পারে।

এতদসত্ত্বেও একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী নিজেদের চোখে পক্ষপাতিত্ব, গোঁড়ামী, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও শত্রুতার রঙ্গীন চশমা পরে ইসলামের পূত-পবিত্র অবয়বে কলংকের কালিমা লেপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে বলে যে, ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাদেরকে শিক্ষার অধিকার দেয়নি... ইত্যাদি। তাদের এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপবাদ থেকে ইসলাম সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক। ইসলাম কখনোই এ ধরনের চিন্তা-চেতনা পোষণ করে না। প্রখ্যাত সিরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ, 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীঈল ইসলামী' (ইসলামী শরী'আতে সুন্নাহ্‌র স্থান) শীর্ষক অমূল্য গবেষণা গ্রন্থের লেখক ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ (১৯১৫-১৯৬৪ খ্রিঃ) যথার্থই বলেছেন, وليس فيه نص واحد صحيح يحرم على المرأة أن تتعلم 'কুরআন ও হাদীছে এমন কোন ছহীহ দলীল নেই, যা নারীর শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে'।[৯৭]

আবু বকর বিন সুলাইমান বিন আবী হাছমাহ আল-কুরাশী (রহঃ) হতে বর্ণিত, من الأنصار خرجت به نملة، فدل أن الشفاء بنت عبد أن رجلا

৯৭. ড. মুসতাফা আস-সিবাঈ, আল-মারআতু বায়নাল ফিকহ ওয়াল কানূন (বৈরূত : দারুল ওয়ার্রাক, ৭ম সংস্করণ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ), পৃঃ ১৩৩।

فجاءها فسألها أن ترقيه ، فقالت: والله ما رقيت الله ترقي من النملة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، فذهب الأنصاري صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله ارقيه، وعلميها حفصة الشفاء، فقال اعرضي علي، فعرضتها عليه فقال: كما علمتيها الكتاب، وفي رواية : الكتابة. ‘একজন আনছারী ব্যক্তির ফুসকুড়ি বের হল। তাকে জানানো হল যে, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ ফুসকুড়ির ঝাড়ফুঁক করে। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে এসে ঝাড়ফুঁক করার আবেদন করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে (অদ্যাবধি) আমি ঝাড়ফুঁক করিনি। (একথা শ্রবণ করে) আনছারী ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে শিফার বক্তব্য জানাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিফাকে ডেকে বললেন, তুমি আমার নিকট পেশ কর। ফলে আমি তাঁর নিকট ফুসকুড়ির ঝাড়ফুঁক পেশ করলাম। তিনি বললেন, তুমি তাকে ঝাড়ফুঁক করো এবং হাফছাকে তা শিখিয়ে দাও। যেমনভাবে তুমি তাকে লিখা শেখাও।[৯৮]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, وفى الحديث فوائد كثيرة؛ (منها) مشروعية تعليم المرأة الكتابة. ‘এ হাদীছে অনেক ফায়েদা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, নারীদেরকে লেখা শেখানো শরী‘আতসম্মত হওয়া’।[৯৯]

শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِى أَلاَ تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ. ‘আমি হাফছা (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম, তখন রাসূল (ছাঃ) আমার কাছে এসে বললেন, তুমি একে যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, তেমনভাবে ফুসকুড়ির ঝাড়ফুঁকও শিখাও না কেন’?[১০০]

---

৯৮. সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৮।
৯৯. সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৮-এর আলোচনা দ্র.; নুযুমুল ফারাইদ ২/১৯।
১০০. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৭, ‘চিকিৎসা’ অধ্যায়, ‘ঝাড়ফুঁক’ অনুচ্ছেদ-১৮, হাদীছ ছহীহ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদের বিশ্ববরেণ্য ভাষ্যকার আল্লামা আযীমাবাদী বলেন, والنملة : قرح يخرج فى الجنب، يؤلم كثيرا، وصاحبه يحس فى مكانه كأن النملة تدب عليه و تعضه. هذا هو التفسير الصحيح للنملة، وقد فسر الآخرون غير هذا، وهو ليس بصحيح. 'আন-নামলা হল এমন একটি ক্ষত (ছোট ফোড়া), যা পার্শ্বদেশে বের হয়। খুব ব্যথা করে। যার শরীরে এটি বের হয় সে ঐ স্থানে এমন অনুভব করে যেন পিপড়াঁ সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও তাকে কামড়াচ্ছে। এটিই আন-নামলার সঠিক ব্যাখ্যা। অন্যরা অন্যকিছু ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা সঠিক নয়'।[১০১]

আযীমাবাদী বলেন, والحديث فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 'হাদীছটির মধ্যে মহিলাদের লেখা (পড়া) শেখানো জায়েযের দলীল রয়েছে'।[১০২] ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) 'মুনতাকাল আখবার' গ্রন্থে বলেন, وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. 'এ হাদীছ নারীদের লেখালেখি শেখা জায়েয হওয়ার দলীল'।[১০৩]

আয়েশা বিনতে তালহা (রাঃ) বলেন,

قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا فِي حِجْرِهَا وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي لِمَكَانِي مِنْهَا، وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي فَيُهْدُونَ إِلَيَّ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْصَارِ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا خَالَةُ! هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ وَهَدِيَّتُهُ فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ: أَيْ بُنَيَّةُ! فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوابٌ، أَعْطَيْتُكِ. فَقَالَتْ: فَتُعْطِينِي.

---

১০১. শামসুল হক আযীমাবাদী, উকূদুল জুমান ফী জাওয়াযি তা'লীমিল কিতাবাতি লিন-নিসওয়ান (দামেশক : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৩৮১ হিঃ/১৯৬১ খ্রিঃ), পৃঃ ৯।

১০২. আওনুল মা'বূদ (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খ্রিঃ), ১০/২৬৭।

১০৩. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪২০ হিঃ/২০০০ খ্রিঃ), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৬।

'আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম- আর আমি তার কোলে প্রতিপালিত হয়েছিলাম। প্রত্যেক দেশ হতে লোকজন তার নিকট সাক্ষাৎ করতে আসত। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন বিধায় বয়োজ্যেষ্ঠগণ আমার নিকট বারবার আসতেন। আর তরুণরা আমার সন্ধান করত। তারা আমার জন্য উপঢৌকন পাঠাত এবং দূর-দূরান্ত থেকে আমার কাছে পত্র লিখত। তখন আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বলতাম, খালা! এটা অমুকের চিঠি ও হাদিয়া। তখন আয়েশা আমাকে বলতেন, বেটি! তুমি তার পত্রের জবাব দাও এবং উপহারের প্রতিদান দাও। যদি তোমার নিকট প্রতিদান দেয়ার মতো কিছু না থাকে তাহলে আমি তোমাকে দিব। বিনতে তালহা বলেন, তিনি আমাকে তা প্রদান করতেন'।[১০৪]

আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, ومن يراجع كتب التــواريخ يجد أن النساء كن يكتبن، و لم يعترض عليهن علماء العصر، بل بعــض النساء الكاتبات كن صاحبات العلم و العمــل. 'যে ব্যক্তি ইতিহাসের গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করবে সে দেখতে পাবে যে, মহিলারা পত্র লিখত। সমকালীন আলেমগণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেননি। বরং কতিপয় মহিলা লেখিকা ইলম ও আমলের অধিকারী ছিলেন'।[১০৫]

তিনি আরো বলেন, فقد ثبت من الأحاديث التي ذكرناها من قبل بأن الشفاء بنت عبد الله علمت أم المؤمنين حفصة بنت عمر الكتابة، وكان رسول الله راضيا عن ذلك، وبعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك في العصور التالية كانت النساء صاحبة الخط والكتابة. 'ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখিত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ উম্মুল

১০৪. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহকীক : শায়খ আলবানী (সঊদী আরব : দারুছ ছিদ্দীক, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ), পৃঃ ৪০৬, হা/১১১৮, 'মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়' অনুচ্ছেদ।
১০৫. উকূদুল জুমান, পৃঃ ১৬।

মুমিনীন হাফছা বিনতে ওমর (রাঃ)-কে লেখা শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর রাসূল (ছাঃ) এ ব্যাপারে সম্মত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর পরবর্তী যুগে, ছাহাবীদের যুগে এবং পরবর্তী যুগ সমূহে মহিলারা সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী ছিলেন'।[১০৬]

নারী শিক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ- 'একদিন মহিলারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, পুরুষেরা আমাদের উপরে জয়লাভ করে যাচ্ছে (অর্থাৎ আপনার হাদীছ সব পুরুষেরা শিখে নিচ্ছে)। সুতরাং আপনি আমাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা করেন। সেদিন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন'।[১০৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ، يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا. فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً، إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ.

---

১০৬. উকূদুল জুমান, পৃঃ ১৭।

১০৭. বুখারী হা/১০১ 'ইলম' অধ্যায়, 'মহিলাদের জ্ঞান লাভের জন্য পৃথকভাবে কোন একদিন ধার্য করা যাবে কি-না' অনুচ্ছেদ।

‘একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার হাদীছ তো শুধু পুরুষেরা শিখে নেয়। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন ধার্য করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব। আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিখাবেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে একত্রিত হবে। অতঃপর তারা একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট এসে আল্লাহ তাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলার যদি তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। (একথা শ্রবণ করে) তাদের মধ্যকার একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দু’জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি দু’বার বলল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু’জন হলেও (তিনবার)’।[১০৮]

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. ‘হাদীছটিতে ছাহাবীদের স্ত্রীদের দ্বীনের বিষয় সমূহে জ্ঞানার্জনের আগ্রহের প্রমাণ রয়েছে’।[১০৯] আধুনিক গবেষক আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ বলেছেন, حقا إنه حرص بالغ من النساء؛ لم يكتفين بمشاركة الرجال في سماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى المسجد فأردن أن يكون لهن حديث خاص بهن، ثم إنه تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم لهن على هذا الحرص، واستجابة كريمة وسريعة لمطلب النساء. ‘সত্যিই এটা মহিলাদের চরম আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। তারা মসজিদে পুরুষদের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ শ্রবণ করাকে যথেষ্ট মনে করেনি। তাই তাদের জন্য বিশেষ আলোচনার তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অতঃপর

---

১০৮. বুখারী হা/৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩ ‘সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও শিষ্টাচার’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৭।

১০৯. আব্দুল হালীম মুহাম্মাদ আবু শুক্কাহ, তাহরীরুল মারআহ ফী আছরির রিসালাহ (কুয়েত : দারুল কলম, ৫ম সংস্করণ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১।

এটা তাদের এই আগ্রহের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বীকৃতি প্রদান এবং মহিলাদের আহ্বানে দ্রুত সাড়াদানের প্রমাণ’।[১১০]

নারীরা যাতে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের মাঠে পুরুষদের সামনে বক্তব্য পেশ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِىْ فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ– ‘নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়ালেন, তারপর প্রথমে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। খুৎবা থেকে অবসর গ্রহণ করে নেমে আসলেন এবং মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন। এরপর বেলালের হাতের ওপর ভর দিয়ে তাদেরকে হিতোপদেশ দিলেন। বেলাল তাঁর কাপড় প্রসারিত করে দিলেন, আর মহিলারা তাতে দানসামগ্রী ফেলতে লাগলেন’।[১১১]

নারীদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবসময় উৎসাহ দিতেন। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষিত করার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ–

‘তিন প্রকার লোকের জন্য দু’টি করে পুরস্কার রাখা হয়েছে। ১. আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নবী ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে ২. ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহ ও তাঁর মনিবের হক্ব আদায় করেছে এবং ৩.

---

১১০. ঐ।

১১১. বুখারী হা/৯৭৮ ‘ঈদায়ন’ অধ্যায়, ‘ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি ইমামের উপদেশ ও নছীহত’ অনুচ্ছেদ।

ঐ ব্যক্তি যার অধীনে একজন ক্রীতদাসী রয়েছে, সে তাকে সুন্দরভাবে সৎ-গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলে এবং সুন্দরভাবে তাকে সুশিক্ষা দান করে। অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দু'টি করে পুরস্কার রয়েছে'।[১১২]

'তাহরীরুল মারআহ ফী আছরির রিসালাহ' (নবী যুগে নারী স্বাধীনতা) গ্রন্থে বলা হয়েছে, وإذا كان المسلم مدعوا لتعليم وليدته أحسن تعليم وتأديبها أحسن تأديب، فابنته الحرة أولى وأوجب. 'যখন মুসলিম ব্যক্তিকে তার দাসীকে সুন্দর শিক্ষা প্রদান ও আদব শিক্ষা দানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে, তখন তার স্বাধীন মেয়ে এক্ষেত্রে অধিক হকদার'।[১১৩]

নারী শিক্ষার প্রতি এরূপ গুরুত্ব আরোপের ফলে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও অসংখ্য মহিলা ছাহাবী তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, ফারায়েয, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في حديث 'কোন মহিলা মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করেছে বলে বর্ণিত হয়নি'।[১১৪]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة. فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. 'কোন আলেম থেকে একথা বর্ণিত হয়নি যে, নারী হওয়ার কারণে তিনি কোন মহিলার হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন অনেক হাদীছ রয়েছে যা মাত্র একজন মহিলা ছাহাবী থেকে বর্ণিত, অথচ মুসলিম উম্মাহ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। যার হাদীছের ন্যূনতম জ্ঞান আছে সে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পার না'।[১১৫]

---

১১২. বুখারী হা/৯৭ 'ইলম' অধ্যায়, 'নিজের দাসী ও পরিবার-পরিজনকে শিক্ষাদান করা' অনুচ্ছেদ।

১১৩. তাহরীরুল মারআহ ফী আছরির রিসালাহ, ১/১১৭।

১১৪. ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ভূমিকা দ্র.।

১১৫. তাহরীরুল মারআহ ফী আছরির রিসালাহ ১/১১৮।

তারা তাদের ইলমী যোগ্যতার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, নারীদেরকে যতটা দুর্বল মনে করা হয় আসলে তারা ততটা দুর্বল নয়। ঐ সকল বিদূষী মহিলা ছাহাবীগণের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর নাম অগ্রগণ্য। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সুদৃঢ় পদচারণা ছিল। তাবেঈ বিদ্বান আতা (রহঃ) বলেন, كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم، وأحسن الناس رأيا في العامـــة– 'আয়েশা (রাঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফক্বীহ, অধিক জ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর-সঠিক মতামতের অধিকারিণী'।[১১৬] উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولابفريضة ولا بحلال وحرام، ولابشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رضى الله عنها– 'আমি কুরআন, ফরয, হালাল-হারাম, কবিতা, আরবের ইতিহাস ও কুলজী বিদ্যায় আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি'।[১১৭]

হাফেয যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ) বলেন, أفقه نساء الأمة على الإطـــلاق. 'সাধারণভাবে উম্মতের সকল মহিলার চেয়ে তিনি বিজ্ঞ ফক্বীহ' ছিলেন'।[১১৮]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অপরিসীম দখল ছিল। ২২১০টি হাদীছ তিনি মুখস্থ করেছিলেন।[১১৯] আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا– 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের

---

১১৬. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫, ২০০।

১১৭. হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৩৭৪ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আছফিয়া (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৮৮), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫০।

১১৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৩৫।

১১৯. ঐ, ২/১৩৯।

উপরে কোন হাদীছের ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য ঠেকলে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তার ইলমী সমাধান নিয়ে আসতাম'।[১২০] তাবেঈ বিদ্বান মাসরূক বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَابِرَ يَسْأَلُوْنَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ. 'আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বড় বড় ছাহাবীগণকে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে ফারায়েয বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখেছি'।[১২১]

ফারায়েযের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সুবিদিত। উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, ما رأيت أحدا أعلم بالطب من عائشة رضى الله عنها. فقلت لها: يا خالة، الطب، من أين علمته؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لى الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم بعضا، فأحفظه- 'আমি আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিক পণ্ডিত কাউকে দেখিনি। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনি চিকিৎসাবিদ্যা কিভাবে শিখলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি অসুস্থ হলে আমাকে চিকিৎসা দেয়া হত এবং কেউ অসুস্থ হলে তাকেও চিকিৎসা দেয়া হত। আর আমি মানুষদের একে অপরকে চিকিৎসা দিতে দেখে (ঔষধপত্রের) নাম মুখস্থ করে নিতাম (এবং এভাবেই আমি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছি)'।[১২২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি নারীরাও জ্ঞানজগতের মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণের সামান্যতম সুযোগও নষ্ট করতেন না। সর্বাবস্থায় তারা জ্ঞানার্জনের জন্য উদগ্রীব থাকতেন। একদিন খাছ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা হজ্জ আদায় করছিলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)ও হজ্জের রুকনসমূহ পালনে ব্যস্ত ছিলেন। ইত্যবসরে মহিলাটি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا

১২০. তিরমিযী হা/২৯৮২ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬১৯৪ 'মানাকিব' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।
১২১. সিয়ারু আ'লামিল নুবালা ২/১৮২।
১২২. ঐ, ২/১৮৩।

لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত হজ্জ আমার বৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, পার'।[১২৩]

ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিষয় মহিলারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে অনায়াসে জেনে নিতেন। উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ –تَعْنِى وَجْهَهَا– وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. 'উম্মে সুলাইম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ সত্য প্রকাশ্যে লজ্জাবোধ করেন না। (কাজেই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হল) স্বপ্নদোষ হলে কি মহিলাদের উপর গোসল রয়েছে? নবী (ছাঃ) বললেন, শুক্র দেখলে (গোসল করতে হবে)। (একথা শুনে) উম্মে সালামা তার মুখ ঢেকে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার ডান হাত ধূলি মলীন হোক। (যদি তাই না হয় তাহলে) তাদের সন্তানরা তাদের মতো হয় কিভাবে'?[১২৪]

উল্লেখ্য যে, কিভাবে সন্তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ 'পুরুষের বীর্য গাড় সাদা এবং মহিলাদের বীর্য পাতলা হলুদ। এ দু'য়ের মধ্যে যেটি অগ্রগণ্য হয় সন্তান তার মতোই হয়'।[১২৫]

---

১২৩. বুখারী হা/১৫১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়, 'হজ্জ ফরয ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
১২৪. বুখারী হা/১৩০; মুসলিম হা/৩১৩, 'হায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।
১২৫. মুসলিম হা/৩১১, 'হায়েয' অধ্যায়।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا. قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّئِي. قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّئِينَ بِهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا. 'একজন মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কিভাবে গোসল করতে হয় তা জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি সুগন্ধিযুক্ত এক খণ্ড কাপড় নিবে এবং এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। মহিলাটি পুনরায় বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়েশা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কী বুঝাতে চাচ্ছেন আমি তা বুঝতে পারলাম। অতঃপর আমি মহিলাকে আমার দিকে টেনে নিয়ে তাকে বিষয়টি শিখিয়ে দিলাম'।[১২৬]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ

১২৬. বুখারী হা/৭৩৫৭, 'কুরআন ও হাদীছকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪।

حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّينِ. 'আসমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ পানি ও বরই পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালভাবে ঘষবে, যাতে পানি সমস্ত চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর মাথায় আবার পানি ঢালবে। তারপর সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বলল, কীভাবে সেটা দিয়ে সে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়েশা যেন তাকে চুপি চুপি বলে দিলেন, রক্ত বের হওয়ার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে। আসমা বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, পানি নিয়ে তার দ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভাল করে মাথা ঘষবে, যাতে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আনছারদের মহিলারা কত ভাল! লজ্জা তাদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে বিরত রাখে না'।[১২৭]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى. 'ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি একজন মুস্তাহাযা মহিলা। আমি পবিত্র হই না। আমি কি ছালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, না। এটা রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হবে

১২৭. মুসলিম হা/৩৩২, 'হায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩।

তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন হায়েয শেষ হয়ে যাবে তখন তোমার রক্ত পরিষ্কার করবে অতঃপর ছালাত আদায় করবে'।[১২৮]

যায়নাব (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَأَيْتَامٍ فِى حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَلْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِى فِى حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى وَأَيْتَامٍ لِى فِى حَجْرِى وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا. قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَىُّ الزَّيَانِبِ. قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ. قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

'আমি মসজিদে ছিলাম। তখন নবী (ছাঃ)-কে বলতে দেখলাম, তোমরা দান করো যদিও তোমাদের অলংকার হতে হয়। যায়নাব (রাঃ) আব্দুল্লাহ (রাঃ) ও তার পোষ্য ইয়াতীমদের জন্য খরচ করতেন। তখন তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করো, তোমার প্রতি এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি যাকাতের মাল থেকে খরচ করলে কি তা আদায় হবে? তিনি বললেন, তুমিই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করো। এরপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তাঁর দরজায় আরো একজন আনছারী মহিলাকে দেখলাম, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের মতো। তখন বেলাল (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে বললাম, নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস

১২৮. বুখারী হা/২২৮, 'ওযূ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩; মুসলিম হা/৩৩৩, 'হায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪।

করুন, স্বামী ও আপন পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি ছাদাকাহ করলে কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? আমরা একথাও বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (ছাঃ) বললেন, তারা দু'জন কে? বেলাল বললেন, যায়নাব। তিনি পুনরায় বললেন, কোন যায়নাব? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ্‌র স্ত্রী। নবী (ছাঃ) বললেন, হ্যা। তার জন্য দু'টি ছওয়ার রয়েছে। আত্মীয়তাকে দান করার ও ছাদাক্বাহ করার ছওয়াব'।[১২৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে নারীদেরকে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং অনাগত ভবিষ্যতে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগকে অবারিত করার জন্য শারঈ পর্দা বজায় রেখে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, জুম'আর খুৎবা ও জামা'আত, দুই ঈদের ছালাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে মহিলারা তাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে। হিশাম বিনতে হারেছা (রাঃ) বলেন,

وَمَا أَخَذْتُ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ. إِذَا خَطَبَ النَّاسَ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখ থেকে সূরা ক্বাফ শ্রবণ করে মুখস্থ করেছি। তিনি প্রত্যেক জুম'আর খুৎবায় সূরাটি পড়তেন'।[১৩০]

নারীদের শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, إِذَا اسْتَأْذَنَتْ إِمْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَيَمْنَعْهَا 'তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা কওে, তাহলে সে যেন তাকে মসজিদে আসতে নিষেধ না করে'।[১৩১] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে মসজিদের সাথে মুসলিম মহিলাদের সম্পর্ক ঠুনকো হয়ে

---

১২৯. বুখারী হা/১৪৬৬ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪; মুসলিম হা/১০০০, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪।

১৩০. মুসলিম হা/৮৭২ 'জুম'আহ' অধ্যায়।

১৩১. বুখারী হা/৮৭৩ 'আযান' অধ্যায়, 'মসজিদে আসার জন্য স্বামীর কাছে স্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ।

গেছে। যার ফলে হাট-বাজার, শপিং কমপ্লেক্স ও সিনেমা হলে বেপর্দা ঘুরে বেড়াতে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে না; অথচ আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আসতে তাদেরকে ভয় পেয়ে বসে। প্রচলিত এ ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মসজিদের সাথে মুসলিম রমণীদের সম্পর্কের নিবিড় সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। তাতে ইহকাল ও পরকাল হবে কল্যাণকর।

নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ মর্মে বর্ণিত জাল হাদীছ পর্যালোচনা :

(١) لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور 'তোমরা নারীদেরকে সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করতে দিও না এবং তাদেরকে লেখালেখিও শিখায়ো না। তাদেরকে সেলাই করা ও সূরা নূর শিক্ষা দাও'।[১৩২] হাদীছটি জাল।[১৩৩]

ইবনুল জাওযী বলেন, هذا الحديث لا يصح، محمد بن ابراهيم الشامى كان يضع الحديث. 'এই হাদীছটি ছহীহ নয়। মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শামী হাদীছ জাল করত'।[১৩৪]

আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, وفى سند هذه الرواية : محمد بن ابراهيم الشامى، وهو منكر الحديث ومن الوضـــاعين. 'এই বর্ণনার সনদে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শামী রয়েছে। তাঁর হাদীছ অগ্রহণযোগ্য। সে হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।[১৩৫]

---

১৩২. সিলসিলা যঈফা হা/২০১৭; আলী হাসান আলী আল-হালাবী ও অন্যান্য, মাওসূ'আতুল আহাদীছ ওয়াল আছার আয-যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হিঃ/ ১৯৯৯ খ্রিঃ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭, হা/১৯১৪০।

১৩৩. সিলসিলা যঈফা হা/২০১৭-এর আলোচনা দ্র.।

১৩৪. আওনুল মা'বূদ ১০/২৬৮-৬৯।

১৩৫. উকূদুল জুমান, পৃঃ ৪।

ইমাম দারাকুতনী বলেন, كـــذاب ‘সে মিথ্যুক’। ইবনু হিব্বান বলেন, كان يضع الحديث ‘সে হাদীছ জাল করত’।[১৩৬]

(٢) لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنوهن العلالي وخير لهو المرأة المغزل وخير لهو الرجل السياحة ‘তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে লেখালেখি শিখিয়োনা এবং তাদেরকে সুউচ্চ প্রাসাদে রেখো না। মেয়েদের বিনোদনের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় সেলাই করা এবং পুরুষদের বিনোদনের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হল বেড়ানো’।[১৩৭] হাদীছটি জাল।

আল্লামা আযীমাবাদী বলেন, وفى سنده جعفر بن نصر قال الـــذهبى فى الميزان : جعفر بن نصر عن حماد بن زيد وغيره متهم بالكـــذب. ‘এর সনদে জা‘ফর বিন নাছর রয়েছে। যাহাবী মীযানুল ই‘তিদালে বলেছেন, জা‘ফর বিন নাছর হাম্মাদ বিন যায়েদ ও অন্যান্য থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছে। সে হাদীছ জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত’। ইবনুল জাওযী বলেন, هذا لا يصح ‘এই হাদীছটি ছহীহ নয়’।[১৩৮]

আল্লামা আযীমাবাদী বলেন, ولذلك جميع روايات المانعين المذكورة بجميع طرقها معلولة، وليست واحدة منها قابلة للاحتجاج، والله إعلم. ‘এজন্য মহিলাদের লেখালেখি শিক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ মর্মে বর্ণিত সকল বর্ণনা সকল সূত্রসহ ত্রুটিযুক্ত। সেগুলোর মধ্যে একটিও দলীল গ্রহণের উপযুক্ত নয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত’।[১৩৯]

তিনি আরো বলেন, وأحاديث النهى عن الكتابة كلها مـــن الأباطيـــل والموضوعات. ‘(মহিলাদের) লেখালেখি নিষেধ মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছ বাতিল ও জাল’।[১৪০]

---

১৩৬. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, মীযানুল ই‘তিদাল ফী নাকদির রিজাল (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬, রাবী ক্রমিক নং ৭১০২।
১৩৭. তানযীহুশ শারী‘আহ ২/২০৮; ইবনুল যাওযী, আল-মাওযূ‘আত ২/২৬৮।
১৩৮. উকূদুল জুমান, পৃঃ ৮।
১৩৯. ঐ, পৃঃ ৮।
১৪০. ঐ, পৃঃ ৭।

নারী শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মহিলা ছাহাবীগণ ছাড়াও ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক বিদূষী মুসলিম মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাতি হুসাইন (রাঃ)-এর মেয়ে সুকায়না তাফসীর ও হাদীছ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। মিসরীয় কবি আহমাদ শাওকী এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

كَانَتْ سُكَيْنَةُ تَمْلَأُ الدُّنْيَا : وَتَهْزَأُ بِالرُّوَاةِ

رَوَتِ الْحَدِيْثَ، وَفَسَّرَتْ : آيَ الْكِتَابِ الْبَيِّنَاتِ–

'সুকায়না তাঁর জ্ঞানের দ্বারা দুনিয়াকে ভরে দিয়েছিলেন এবং বর্ণনাকারীদেরকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিলেন। তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং কুরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন'।[১৪১] কাব্য সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিল। কবিরা তাঁর কাছে এসে কবিতা আবৃত্তি করত। তিনি তাদের কবিতার সমালোচনা করতেন এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করতেন। ড. শাওকী যায়ফ বলেন, "They would recite their poems to her, and she often criticised or commended their poetry, and often referred their disputes and claims to excellence".[১৪২]

নারী শিক্ষার প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর গুরুত্বারোপ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মহিলাদের বিচরণ ও অবদানের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে কবি আহমাদ শাওকী বলেন,

هَذَا رَسُوْلُ اللهِ لَمْ : يُنَقِّصْ حُقُوْقَ الْمُؤْمِنَاتِ

اَلْعِلْمُ كَانَ شَرِيْعَةً : لِنِسَائِهِ الْمُتَفَقِّهَاتِ

رُضْنَ التِّجَارَةَ وَالسِّيَا : سَةَ وَالشُّئُوْنَ الْأُخْرَيَاتِ

وَلَقَدْ عَلَتْ بِبَنَاتِهِ : لُجَجُ الْعُلُوْمِ الزَّاخِرَاتِ

১৪১. আহমাদ শাওকী, আশ-শাওকিয়্যাত (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩।

১৪২. Dr. Shawqi Dayf, The Universality of Islam, Trans. by: Dr. Abdelwahab El- Affendi (ISESCO: 1998), P. 110.

‘তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ), মুমিন নারীদের অধিকার তিনি খর্ব করেননি। বিদূষী মুসলিম নারীদের ছিল শরী‘আত বিষয়ক জ্ঞান। ব্যবসা, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছিল তাদের পদচারণা। তৎকালীন কন্যাদের দ্বারা জ্ঞানসমুদ্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল’। এরপর মুসলিম নারীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,

وَحَضَارَةُ الْإِسْلَامِ تَنْ : طِقُ عَنْ مَكَانِ الْمُسْلِمَاتِ

بَغْدَادُ دَارُ الْعَالِمَا : تِ، وَمَنْزِلُ الْمُتَأَدِّبَاتِ

وَدِمَشْقُ تَحْتَ أُمَيَّةٍ : أُمُّ الْجَوَا رِى النَّابِغَاتِ

وَرِيَاضُ أَنْدُلُسٍ نَمَيْ : نَ الْهَاتِفَاتِ الشَّاعِرَاتِ-

‘ইসলামী সভ্যতা মুসলিম মহিলাদের মর্যাদার সাক্ষ্য দেয়। মুসলিম শাসনামলে বাগদাদ ছিল বিদূষী ও সাহিত্যিক মহিলাদের প্রাণকেন্দ্র। আর উমাইয়া শাসনের সময় দামেশক ছিল প্রতিভাবান মহিলাদের সূতিকাগর এবং স্পেনের বাগিচা খ্যাতিমান মহিলা কবিদের প্রতিভা বিকাশ করেছিল’।[১৪৩]

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম জাতির উন্নত-অগ্রগতি নির্ভর করছে শিক্ষিতা নারীর উপর। ‘নীল নদের কবি’ (شاعر النيل) হাফেয ইবরাহীম বলেছেন,

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا : أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

اَلْأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الْحَيَا : بِالرِّىِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيْرَاقِ

اَلْأُمُّ أُسْتَاذُ الْأَسَاتِذَةِ الْأُلَى : شَغَلَتْ مَآثِرُهُمْ مَدَى الْأَفَاقِ-

‘মা হচ্ছেন পাঠশালা সদৃশ। যদি তুমি তাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোল, তাহলে তুমি সুদৃঢ় অবকাঠামোর উপর ভিত্তিশীল একটি আদর্শ জাতি গঠন করতে পারবে। মা হচ্ছেন একটি বাগান সদৃশ। পানি দ্বারা সেচ দিয়ে যদি উহার উপযুক্ত পরিচর্যা করা যায়, তাহলে তা পত্র-পল্লবে

১৪৩. আশ-শাওকিয়্যাত ১/১০৩-১০৪।

সুশোভিত হবে। মা হচ্ছেন ঐ সকল শিক্ষকদের শিক্ষক যাদের অবদান বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত'।[১৪৪]

অনুরূপভাবে কবি আব্দুর রহমান কাশগরী (১৯১২-১৯৭১) বলেন,

وَلَمْ أَرَ لِلْخَلاَئِقِ مِنْ مَحَلٍّ : يُهَذِّبُهَا كَحِضْنِ الْأُمَّهَاتِ

فَحِضْنُ الْأُمِّ مَدْرَسَةٌ تَسَامَتْ : بِتَرْبِيَةِ الْبَنِيْنَ وَ الْبَنَاتِ–

'চরিত্র গঠনের জন্য মায়ের কোলের ন্যায় আমি এমন কোন উপযুক্ত স্থান দেখিনি, যা চরিত্রকে মার্জিত-পরিশীলিত করতে পারে। মূলত মাতৃক্রোড় এমন এক পাঠশালা, যা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা সমুন্নত হয়'।

শিক্ষিতা নারী তথা মা ছাড়া শিক্ষিত জাতি গড়া আদৌ সম্ভব নয়। 'কবি সম্রাট' (أميرالشعراء) আহমাদ শাওকী যথার্থই বলেছেন,

وَإِذَا النِّسَاءُ نَشَأْنَ فِيْ أُمِّيَّةٍ : رَضَعَ الرِّجَالُ جَهَالَةً وَخُمُوْلاً

'মহিলারা যদি অজ্ঞতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তাহলে তাদের সন্তানেরা শোষণ করে মূর্খতা ও দুর্বলতাকে'।[১৪৫] তাই মুসলিম পুনর্জাগরণের জন্য শিক্ষিতা নারীর আজ বড়ই প্রয়োজন। ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ বলেন, لذلك كان من النهضة المحمودة أن يفتح للفتاة باب التعليم وأن تكثر فينا الزوجات المتعلمات والأمهات المتعلمات. 'কার্যকর পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে নারীদের জন্য শিক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং আমাদের মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রী ও শিক্ষিত মায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে'।[১৪৬] নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাইতো বলেছিলেন, "Give me a good mother. I shall give you a good nation." 'আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব'।

---

১৪৪. দীওয়ানু হাফেয ইবরাহীম (কায়রো : আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়াহ, ১৯৪৮), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০।

১৪৫. আশ-শাওকিয়্যাত ১/১৮৩।

১৪৬. আল-মারআতু বায়নাল ফিকহ ওয়াল কানূন, পৃঃ ১৩৩।

পরিশিষ্ট-২

সমাজে যৌতুকের কুপ্রভাব

যৌতুক একটি ঘোরতর অপরাধ। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনাশী এ প্রথা পরিবার বিধ্বংসী বোমা সদৃশ। একজন ইংরেজ লেখক যথার্থই বলেছেন, "When Marriage is formed with money, its nothing but a leagal prostitution for which goverment is giving openly license for the sake of a tax." 'বিবাহ যখন টাকা-পয়সার (যৌতুক) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তখন এটা বিবাহ হয় না, এটা হয় পতিতাবৃত্তি, কর লাভের জন্য সরকার যার উন্মুক্ত লাইসেন্স প্রদান করেছেন'।

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে হিন্দু সমাজে নারীর কোন সামাজিক ও আর্থিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়ের ছিল না কোন উত্তরাধিকার। এজন্যই বোধ হয় হিন্দু মেয়েদের বিয়েতে যৌতুক দেয়া ছিল অপরিহার্য। খুব সম্ভব এ উপমহাদেশে দীর্ঘদিন হিন্দু-মুসলিম এক সঙ্গে বসবাস করার ফলে যৌতুক নামক সমাজ বিধ্বংসী এই কুপ্রথা ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিয়ের ঘোষিত বা অঘোষিত শর্ত হিসেবে মেয়ে পক্ষের নিকট থেকে ছেলে পক্ষের যৌতুক আদায়ের এক নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চলছে। ছেলেরা টাকার বিনিময়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বিয়ের বাজারে কুরবানীর পশুর দামে বিক্রি হচ্ছে। ফলে জামাই রূপী লোভী নরপশুদের আবদার পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। অনেক দরিদ্র বাবা তাদের মেয়েদের সুখের আশায় ভিটে-মাটি বিক্রি করেও জামাইয়ের উদর পূর্তি করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। যৌতুকলোভী স্বামীর নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে কত নারীকে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অনেককে বিসর্জন দিতে হচ্ছে প্রাণ। একটি তথ্য থেকে জানা গেছে, ১৯৮২-১৯৯২ পর্যন্ত দশ বছরে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬৪৪ জন নারী। ২০03 সালের জুলাই মাসে প্রাপ্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন

কর্মসূচী (ইউ.এন.ডি.পি.)-র এক রিপোর্টে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে ৫০% নারী যৌতুকের কারণে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে সারাদেশে অন্তত ১২৮ জন মহিলা খুন হয়েছে যৌতুকের কারণে। স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে ১৮ জন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪০ জন। যৌতুক দিতে অক্ষম হওয়ায় তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে ১৪ জন।[১৪৭]

২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যৌতুকের জন্য হত্যা করা হয়েছে ২৬২ জনকে। নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১২৪ জন। ১২ জনকে করা হয়েছে এসিডদগ্ধ। আত্মহত্যা করেছে ৯ জন।[১৪৮]

প্রচলিত যৌতুক প্রথাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, মিশকাতের আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর রচয়িতা আল্লামা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (১৯০৯-৯৪) বলেন, 'বিয়ে ঠিক করার সময় পাত্রের পক্ষ হতে পাত্রী পক্ষের নিকট থেকে কোন জিনিসের দাবি করা এবং বিয়ের জন্য উক্ত দাবি পূরণকে শর্ত রাখা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। জিনিসপত্রের মাধ্যমে, নগদ টাকার মাধ্যমে কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মাধ্যমে হৌক। এ ধরনের শর্ত আরোপকারী ব্যক্তি বা তার সহযোগীরা দ্বীনের দিক থেকে ঘোরতর পাপী ও কাবীরা গুনাহগার। পাত্রী পক্ষ থেকেও আগে বেড়ে পাত্র পক্ষকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করা বা প্রলোভন দেখানো শরী'আতের দৃষ্টিতে অন্যায়'। তিনি আরো বলেন, 'বিয়েতে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রথা যার নাম পণ, ডিমান্ড, প্রেজেন্টেশন, যৌতুক যাই-ই রাখা হৌক না কেন, ইসলামে তা হারাম ও অবৈধ। এ থেকে বেঁচে থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য'।[১৪৯]

---

১৪৭. শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, যৌতুক একটি অপরাধ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ৩৭-৩৮।

১৪৮. ঐ, পৃ. ৩৮।

১৪৯. ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, পণপ্রথা ও ইসলাম, অনুবাদ: মুহাম্মাদ ইসমাঈল (পশ্চিমবঙ্গ: জামঈয়্যাতুশ শুব্বানিল মুসলিমীন, তা.বি.), পৃ. ৩-৪।

সমাজদেহের দুষ্টক্ষত যৌতুক প্রথাকে নির্মূল করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সরকারী আইনের কঠোর প্রয়োগ ছাড়াও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, জুম‘আর খুতবা, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

লেখকের অন্যান্য বই

১. আরবী কথোপকথন
২. ইসলামী পুনর্জাগরণ : পথ ও পদ্ধতি (অনুবাদ)
  মূল : শায়খ উছায়মীন
৩. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৪. ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা (অনুবাদ)
  মূল : শায়খ আলবানী
৫. সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা (অনুবাদ)
  মূল : শায়খ উছায়মীন
৬. তারাবীহ ও ই‘তিকাফ (অনুবাদ)
  মূল : শায়খ আলবানী
৭. ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা (অনুবাদ)
  মূল : মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি
৮. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (প্রকাশিতব্য)
৯. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান (প্রকাশিতব্য)
১০. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত ও পদ্ধতি (প্রকাশিতব্য)
১১. ইছালে ছওয়াব ও ওরসের শার‘ঈ ভিত্তি (প্রকাশিতব্য)